ট্রাম্প চাপের মুখে, যখন ইরান উন্মোচন করল তার ভারী অস্ত্রভান্ডার

রেফারেন্স: https://www.youtube.com/watch?v=Ow-২R২৫v৭Vc

অধ্যায় ১: মধ্যপ্রাচ্য সংকটের তীব্রতর রূপ—ভূমিকা ও সারসংক্ষেপ

ভেঙে পড়ার দ্বারপ্রান্তে এক অঞ্চল

সকলকে স্বাগতম। মধ্যপ্রাচ্য আনুষ্ঠানিকভাবেই সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে। আপনারা পর্দায় যা দেখছেন, তা কোনো হলিউডের সিনেমা নয়; বরং এক কিংবদন্তির পতন, আগুনের সাগরে ছটফট করতে থাকা এক আত্মতুষ্ট সাম্রাজ্যের দৃশ্য। তথাকথিত আয়রন ডোমের অজেয়তার গল্প ভুলে যান। হোয়াইট হাউসের চকচকে সতর্কবাণীগুলোকেও ভুলে যান। সাম্প্রতিক দিনগুলোতে বিশ্ব নিঃশ্বাস বন্ধ করে এমন এক পরিস্থিতি দেখেছে, যা কেউ কল্পনাও করেনি।

ইরানের উত্তরণের ধাক্কা

পশ্চিমের ইস্পাতদুর্গ ইসরায়েল এখন এক দাউদাউ অগ্নিকুন্ডে ডুবে যাচ্ছে। ইতিহাসে প্রথমবারের মতো, তিন-টন ওয়ারহেড বহনকারী ইরানের দানবসম ক্ষেপণাস্ত্র ভূগর্ভস্থ বাঙ্কার থেকে বেরিয়ে এসে রাতের আকাশ চিরে তেল আবিবের প্রাণকেন্দ্রে প্রচন্ড আঘাত হেনেছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প একসময় ঘোষণা করেছিলেন, তিনি তিন দিনের মধ্যে যুদ্ধ শেষ করবেন। কিন্তু নিষ্ঠুর বাস্তবতা এখন ওয়াশিংটনের মুখে চপেটাঘাত করছে। ট্রাম্পের ব্লিটজক্রিগ পরিকল্পনা ধোঁয়ায় মিলিয়ে গেছে।

ইসরায়েলের চেয়েও বড় এক সংকট

যুক্তরাষ্ট্র শুধু জটিলতায় আটকে যায়নি; সে এখন দাঁড়িয়ে আছে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ—সর্বোচ্চ আধিপত্য—হারানোর কিনারায়। এদিকে প্রাচ্যে রাশিয়া ও চীন নীরবে নিজেদের ধারালো করছে, এক ক্ষয়িষ্ণু একমেরু ব্যবস্থার সিংহাসন উল্টে দেওয়ার উপযুক্ত মুহূর্তের অপেক্ষায়।

এই বিবরণের চালিকাশক্তি—প্রশ্নগুলো

আয়রন ডোম আনুষ্ঠানিকভাবে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পরও, আগামী দিনগুলোতে টিকে থাকার মতো গোলাবারুদ কি এখনও ইসরায়েলের আছে? নিছক ধ্বংস ছাড়াও, ইরানের তিন-টন ওয়ারহেড বহনকারী এই বিশাল অস্ত্রগুলোর কৌশলগত তাৎপর্য কী? আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো—এই যুদ্ধে পেট্রোডলারের পতন কীভাবে রাশিয়া ও চীনের জন্য একটি সোনালি সুযোগ হয়ে উঠছে, যার মাধ্যমে তারা অবশেষে বৈশ্বিক ভূরাজনৈতিক দাবার ছকে যুক্তরাষ্ট্রকে পেছনে ফেলতে পারে? এই সব দমবন্ধ করা জট একে একে এখানেই, এখনই খোলা হবে।

চ্যানেলের সূচনা ও প্রবেশাংশ

আয়রন ডোমের কিংবদন্তির পতন

প্রথম অংশ—আয়রন ডোমের কিংবদন্তির পতন। শিকারি যখন আনুষ্ঠানিকভাবে গুলিশূন্য হয়ে পড়ে। আমরা এখন এমন এক যুদ্ধের ১৮তম দিনে দাঁড়িয়ে আছি, যার ব্যতিক্রমধর্মী চরিত্র পশ্চিমা সামরিক পাঠ্যপুস্তকগুলোকে হয়তো ছিঁড়ে ফেলে নতুন করে লেখার দাবি তুলছে। গত ১৮ দিন কোনো সাধারণ গোলন্দাজি বিনিময় ছিল না। এটি ছিল তেহরানের সূক্ষ্মভাবে সাজানো এক ক্ষয়যুদ্ধ, যার লক্ষ্য ছিল তেল আবিবকে ধীরে ধীরে নিঃশেষ করে দেওয়া।

ইসরায়েলের প্রতিরক্ষার ক্লান্তি

এই মুহূর্তে ইসরায়েলের আকাশের দিকে তাকান। আর টামির ইন্টারসেপ্টর ক্ষেপণাস্ত্রের গর্বিত আলোকরেখা দেখা যাচ্ছে না। বরং শোনা যাচ্ছে সামরিক ঘাঁটি ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লজিস্টিক কেন্দ্রগুলোর ভেতরে মাটিতেই বিস্ফোরণের বধির করা শব্দ। কঠোর সত্য এখন সবার সামনে স্পষ্ট। অজেয় বলে প্রচারিত ঢাল—আয়রন ডোম, যা ছিল ইসরায়েলের চূড়ান্ত গর্ব—একটি নগ্ন ও অপমানজনক কারণে ধুলিসাৎ হয়ে গেছে। এর গোলাবারুদ ফুরিয়ে গেছে।

ব্যয়বহুল ভুল হিসাব

এই যুদ্ধক্ষেত্রের উন্মত্ততা বুঝতে চাইলে সংখ্যাগুলোর দিকে তাকান। গত দুই সপ্তাহে ইরান সস্তা অস্ত্র দিয়ে দামী প্রতিরক্ষা রক্তাক্ত করার কৌশল নিয়েছে; পরিমাণ দিয়ে গুণমানকে চেপে ধরেছে। সস্তা আত্মঘাতী ড্রোন ও পুরোনো যুগের ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের ঢেউ পর ঢেউ একটানা ছোড়া হয়েছে। আর প্রযুক্তির মোহে বুঁদ এক ধনী শক্তির মতো ইসরায়েল শত-হাজার ডলারমূল্যের টামির ইন্টারসেপ্টর নষ্ট করেছে এমন ড্রোন ভূপাতিত করতে, যেগুলোর দাম ছিল মাত্র কয়েক হাজার ডলার। এটি ছিল অর্থনৈতিক ও সামরিক—দুই দিক থেকেই এতটাই হাস্যকর ভুল হিসাব যে এখন তারা তার মূল্য দিচ্ছে জাতীয় নিয়তির বিনিময়ে।

যখন মজুত তলানিতে ঠেকে

ফল কী হলো? ১৮তম দিনে এসে ইসরায়েলের কৌশলগত মজুত তলানিতে ঠেকল। আয়রন ডোম ব্যাটারিগুলো পরিণত হলো প্রাণহীন ধাতব খোলসে; রোদের নিচে পড়ে থাকা নিষ্ক্রিয় যন্ত্রে, কারণ লঞ্চারে ভরার মতো আর কোনো ক্ষেপণাস্ত্র অবশিষ্ট ছিল না। ইরান ঠিক এই মুহূর্তটিরই অপেক্ষায় ছিল—একটি মুহূর্ত, যা সেকেন্ড পর্যন্ত হিসাব করে নির্ধারণ করা হয়েছিল, যখন প্রতিপক্ষ শেষ নিঃশ্বাসটুকুও ব্যয় করবে ভুয়া লক্ষ্যবস্তু ঠেকাতে।

ভারী অস্ত্রভান্ডারের উন্মোচন

ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের ইলেকট্রনিক মস্তিষ্কগুলো যখন হাজার হাজার ভুয়া সংকেত প্রক্রিয়াজাত করতে করতে ক্লান্ত ও ভারাক্রান্ত, তখনই লায়ন ৩৪ তার আসল হাত খুলে দেয় এবং তার সবচেয়ে বিধ্বংসী শাস্তি উন্মোচন করে। যখন ইসরায়েলের আকাশ আর প্রতিরোধে সক্ষম ছিল না, যখন ইস্পাতের ঢালটি ছিদ্র-ছিদ্র হয়ে গেছে, তখন তেহরান এমন কিছু করল যা পেন্টাগনকেও কাঁপিয়ে দিল। সে ভূগর্ভস্থ বাঙ্কার থেকে বের করে আনল আসল দানবগুলোকে।

তিন-টন ওয়ারহেডের অর্থ কী

এগুলো আর মাছি-মশার মতো গুঞ্জন তোলা ড্রোন ছিল না; এগুলো ছিল দূরপাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র, যেগুলো বহন করছিল তিন টন পর্যন্ত ওজনের বিশালাকার ওয়ারহেড। একটু কল্পনা করুন। তিন-টন ওয়ারহেড কোনো বাড়ি কিংবা একটি উঁচু ভবন ধ্বংস করার জন্য নয়। এটি তৈরি করা হয়েছে পুরো একটি সামরিক কমপ্লেক্স মুছে ফেলার জন্য।

অধ্যায় ২: প্রবল চাপে আয়রন ডোম এবং ইসরায়েলের বাড়তে থাকা প্রতিরক্ষা সংকট

গভীর ধ্বংসের জন্য নির্মিত

এটি এমনভাবে নকশা করা হয়েছে যে, মাটির বহু গভীরে চাপা শক্তিশালী বাঙ্কারও ধসে দিতে পারে। এটি ছিল এক মাস্টারস্ট্রোক—পশ্চিমা সামরিক চিন্তাকেই অপমান করার মতো প্রত্যক্ষ আঘাত। প্রথম ১৭ দিনে ইরান প্রস্তুত ছিল তার খরচযোগ্য মোহরা ও সেকেলে ব্যবস্থা বলি দিতে, শুধু ইসরায়েলকে তার মূল্যবান ও সীমিত গোলাবারুদ শেষ করে ফেলতে প্রলুব্ধ করার জন্য।

শেষ ঘুষি

আর আজ, যখন ইসরায়েলের জন্য নরকের দরজা আনুষ্ঠানিকভাবে খুলে গেছে, তখন সেই তিন-টন ওয়ারহেডগুলো প্রায় বাধাহীনভাবে উড়ে আসছে, যেন সেগুলোর সামনে কার্যত কোনো প্রতিরোধই নেই। এটি যেন এমন এক হেভিওয়েট বক্সারের গল্প, যাকে ফাঁকি দিয়ে শূন্যে একের পর এক ঘুষি মারতে বাধ্য করা হয়েছে, যতক্ষণ না সে সম্পূর্ণ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আর তারপর, যখন তার হাত আর তোলার শক্তি নেই, তখন সে শুধু দেখতে পারে—চূড়ান্ত নকআউটের ঘুষিটি তার সবচেয়ে দুর্বল জায়গায় গিয়ে আঘাত করছে।

নিছক কারিগরি ব্যর্থতার বাইরে

১৮তম দিনে আয়রন ডোমের পতন নিছক প্রযুক্তিগত ব্যর্থতা নয়। এটি আমেরিকান ধাঁচের সম্পূর্ণ প্রতিরক্ষা-চিন্তার দেউলিয়াত্ব। তারা উচ্চপ্রযুক্তি নিয়ে ছিল অতিরিক্ত অহংকারী, অর্থের শক্তির ওপর ছিল অতিরিক্ত আস্থাশীল, আর তারা যুদ্ধের একটি মৌলিক সত্য ভুলে গিয়েছিল—টিকে থাকার ক্ষমতা ও কৌশলই বিজয় নির্ধারণ করে।

মানসিক ভাঙন

ইসরায়েল আগুনে পুড়ছে আধুনিক অস্ত্রের অভাবে নয়, বরং কারণ তারা ইরানের অত্যন্ত নিখুঁতভাবে পাতা ক্লান্তির ফাঁদে খুব গভীরভাবে ঢুকে পড়েছে। প্রথম তিন-টন ওয়ারহেডগুলো মাটিতে আঘাত করার পর শুধু ভৌত লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস হয়নি; ইসরায়েলিদের সেই কথিত ঐশ্বরিক ইস্পাতঢালের ওপর বাকি থাকা শেষ বিশ্বাসটুকুও ভেঙে গেছে। এর আগে কখনো তেল আবিব এত ভঙ্গুর, এত পাতলা চামড়ার, এত সহজে ভেঙে পড়ার মতো দেখায়নি।

জরুরি সরবরাহ ও কৌশলগত সীমাবদ্ধতা

ট্রাম্প এখন মরিয়া হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন ঘাঁটি থেকে জরুরি সরবরাহ পৌঁছে দিতে সামরিক পরিবহন বিমান পাঠাচ্ছেন। কিন্তু মনে রাখবেন—হাজারো সূক্ষ্ম উপাদানে ভরা একটি উন্নত ইন্টারসেপ্টর ক্ষেপণাস্ত্র রাতারাতি তৈরি করা যায় না। অন্যদিকে, ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ভান্ডার এখনো অক্ষত বলে মনে হচ্ছে, এবং তার সবচেয়ে শক্তিশালী তুরুপের তাসগুলো এখনও গোপন—এমন অস্ত্র, যার প্রকৃত সক্ষমতা পশ্চিম কোনো দিন দেখেইনি।

শহরও এখন লক্ষ্যবস্তু

ইসরায়েলের ক্লান্তি যুদ্ধক্ষেত্র পেরিয়ে এখন তার শহরগুলোর কেন্দ্রে ছড়িয়ে পড়েছে। বড় নগরকেন্দ্রগুলো এখন দূরপাল্লার আগুনের মহড়ার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। সাইরেন আর নীরব নয় কারণ শান্তি ফিরে এসেছে, বরং কারণ আগাম সতর্কীকরণ রাডারগুলো হয় বিকল হয়ে গেছে, নয়তো সামনে যা আসছে তা ঠেকানোর মতো আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

ওয়াশিংটনের কৌশলগত ফাঁদ

এতে ওয়াশিংটন এমন এক ফাঁদে পড়েছে, যেখান থেকে বেরোনোর পথ নেই। হয় সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্র সমতল করে দেওয়া হচ্ছে, নয়তো সরাসরি যুদ্ধে সেনা পাঠাবে—যা আমেরিকান ভোটারদের সামনে ট্রাম্পের মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতিকে ছিন্নভিন্ন করে দেবে। খেলার প্রকৃতি পুরোপুরি বদলে গেছে। ইরান আর নিষ্ক্রিয় প্রতিরক্ষায় নেই; সে ইচ্ছামতো যুদ্ধক্ষেত্রের ছন্দ নিয়ন্ত্রণ করছে।

আকাশশক্তির পতন

তিন-টন ওয়ারহেড বহনকারী ক্ষেপণাস্ত্রের পর ক্ষেপণাস্ত্র মৃত্যুর কান্তের মতো নেমে আসছে, ইসরায়েলি বিমানঘাঁটিগুলোকে মোচড়ানো ধাতুর বিশাল কবরস্থানে পরিণত করছে। রানওয়ে ছিন্নভিন্ন। বিপুল অর্থমূল্যের এফ-৩৫ যুদ্ধবিমানগুলো তাদের হ্যাঙ্গারের ভেতরেই স্ক্র্যাপে পরিণত হচ্ছে, উড্ডয়ন করে পাল্টা আঘাত হানার সুযোগ পাওয়ার আগেই। এটি এক শৃঙ্খল-পতন, ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর সবচেয়ে বড় সামরিক বিপর্যয়।

ক্ষয়যুদ্ধই কৌশল

যে পক্ষ খেলার নিয়ন্ত্রণ হাতে রেখেছে, তার অবস্থান থেকে ইরান প্রমাণ করছে—আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রের কৌশলের প্রকৃত ওস্তাদ সে-ই। শুরু থেকেই তাকে সবচেয়ে ব্যয়বহুল অস্ত্র ব্যবহার করতে হয়নি। সে শত্রুর অহংকারকেই সেই অস্ত্রে পরিণত করেছে, যা শেষ পর্যন্ত শত্রুকেই ধ্বংস করবে। বহুস্তরীয় ক্ষয়যুদ্ধের মাধ্যমে আগুনের শক্তি নিঃশেষ করার এই কৌশল ইরানকে রাজনৈতিক ও সামরিক মর্যাদার এক একেবারে নতুন স্তরে তুলে দিয়েছে।

সময় ফুরিয়ে আসছে

এখন প্রতিবার একটি ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র লঞ্চার ছেড়ে বের হলে, বিশ্ব নিঃশ্বাস আটকে রাখে, কারণ সবাই জানে—মাটিতে হয়তো আর এমন কিছু নেই, যা এই ধ্বংসাত্মক শক্তিকে থামাতে পারে। ১৮তম দিনের শেষে পৃথিবী বিস্ময়ে বুঝতে শুরু করেছে—ইসরায়েলের জন্য, এবং মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার উপস্থিতির জন্য, বালুঘড়ির সময় ফুরিয়ে আসছে। আমরা যা দেখছি, তা কেবল

বৃহত্তর এক শুদ্ধি-অভিযানের সূচনা। আয়রন ডোমে ফাটল ধরেছে। ইসরায়েলের তরবারি ভোঁতা হয়ে গেছে। আর লায়ন ৩৪ তার প্রকৃত শিকার কেবল শুরু করেছে।

দানবদের আবির্ভাব

দ্বিতীয় অংশ। দানবেরা বেরিয়ে এসেছে—তিন-টন ওয়ারহেড আর তেল আবিবের জীবন্ত দুঃস্বপ্ন। যদি প্রথম ১৭ দিন কেবল তেহরানের হিসাবি প্রস্তাবনা হয়ে থাকে, শত্রুর প্রাণশক্তি নিঃশেষ করার উদ্দেশ্যে, তাহলে ১৮তম দিন সেই মুহূর্ত যখন লায়ন ৩৪ তার তুরুপের তাস উল্টে দিয়ে পুরো বিশ্বকে হতবাক করে দিয়েছে। যখন ইসরায়েলের আকাশে আর টামির ইন্টারসেপ্টরের সাদা রেখা ছিল না, যখন আয়রন ডোম কেবল নিথর ফাঁপা খোলসে পরিণত হয়েছিল, তখনই ভূগর্ভ থেকে উঠে আসে প্রকৃত দানবগুলো।

পরম অগ্নিশক্তি

আমরা এমন কৌশলগত ক্ষেপণাস্ত্রের কথা বলছি, যেগুলো তিন টন পর্যন্ত ওজনের ওয়ারহেড বহন করছে—যার সামনে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও কেঁপে উঠতে পারে। এগুলো কোনো একটি লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করার জন্য তৈরি সাধারণ ওয়ারহেড নয়। এগুলো এমন মুছে ফেলার যন্ত্র, যেগুলো পরম অগ্নিশক্তির মাধ্যমে ভূরাজনৈতিক মানচিত্রকে নতুনভাবে লিখে দিতে পারে।

তেল আবিবের জীবন্ত দুঃস্বপ্ন

ডজন ডজন টন ওজনের বিশাল ইস্পাতদেহ, উপরের বায়ুমণ্ডল ভেদ করে মৃত্যুঘাতী উল্কার মতো নিচে নেমে আসার দৃশ্য ইসরায়েলি জনগণের সামনে সবচেয়ে বাস্তব ও ভীতিকর দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠেছে। একটি তিন-টন ওয়ারহেডের ধ্বংসক্ষমতা কল্পনা করার চেষ্টা করুন। এটি শুধু একটি বিস্ফোরণ ঘটায় না; আঘাতের স্থানে এটি ভূতাত্ত্বিক অভিঘাত সৃষ্টি করে।

গভীর অনুপ্রবেশকারী ধ্বংস

প্রতিটি ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানার সঙ্গে সঙ্গে কয়েক ডজন মিটার গভীর মৃত্যুকূপ তৈরি করছে, কিলোমিটারের পর কিলোমিটার এলাকাজুড়ে সবকিছু সমতল করে দিচ্ছে। যেসব সামরিক কমপ্লেক্সকে একসময় স্পর্শ-অযোগ্য ভূগর্ভস্থ আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে প্রচার করা হয়েছিল—যেগুলো নাকি পারমাণবিক বোমাবর্ষণও সহ্য করতে পারবে—সেগুলো এখন তেহরানের ভারী আঘাতে ফেটে যাচ্ছে, কাঁপছে, ভেঙে পড়ছে।

আধিপত্যের বার্তা

এই হামলা ইরানের পক্ষ থেকে একটি অনস্বীকার্য বার্তা বহন করছে, এবং সেটি এসেছে সম্পূর্ণ উর্ধ্বস্থ অবস্থান থেকে। তোমাদের গোলাবারুদ শেষ? ভালো। এখন এই যুদ্ধের ভাগ্য নির্ধারণ করার পালা আমার।

নগর ধ্বংস আর কৌশলগত নিখুঁততা

তেল আবিব ও ইসরায়েলের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা-শিল্পকেন্দ্র এখন আগুনে ডুবে আছে। হাজার হাজার মিটার উঁচু ধোঁয়ার কালো স্তম্ভ সূর্যালোক ঢেকে দিচ্ছে, এবং মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে উন্নত শহরগুলোর কিছু অংশকে ধ্বংসস্তূপের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করছে। আর কোনো সতর্কসংকেত নেই, আকাশে আর কোনো চমকপ্রদ প্রতিরোধ নেই। আছে শুধু মৃত্যুর আর্তনাদ আর মাটি-ফাটা বিস্ফোরণের শব্দ, যা এক আত্মধার্মিক সাম্রাজ্যের পতন ঘোষণা করছে।

ক্লাস্টার ও থার্মোবারিক যুদ্ধ

আর সবচেয়ে ভীতিকর বিষয় শুধু বিস্ফোরণের শক্তি নয়, বরং ক্লাস্টার ও গভীর অনুপ্রবেশকারী ওয়ারহেডের কৌশলগত ব্যবহার। মনে হচ্ছে, ইরান এই হামলা চরম নিখুঁতভাবে পরিকল্পনা করেছে। প্রথম দফার ক্ষেপণাস্ত্রগুলো বহন করছে পেনিট্রেটর ওয়ারহেড, যা শক্ত কংক্রিটের আবরণ ভেদ করে। পরের ঢেউ বহন করছে থার্মোবারিক ওয়ারহেড, যা ভূগর্ভস্থ বাঙ্কারের ভেতরে জীবিত সবকিছুকে জ্বালিয়ে দেয়। এটি আর সাধারণ যুদ্ধ নয়। এটি প্রযুক্তিনির্ভর এক নির্মম শুদ্ধি-অভিযান।

প্রিমিয়াম সামরিক সম্পদের ধ্বংস

ইসরায়েলের শত শত মিলিয়ন ডলারমূল্যের এফ-৩৫ বহর, যা একসময় পশ্চিমা বিমানশক্তির গর্ব ছিল, এখন ধসে পড়া হ্যাঙ্গারের নিচে পড়ে অদ্ভুতরকম ব্যয়বহুল লোহার জঞ্জালে পরিণত হয়েছে—পাল্টা হামলার জন্য আকাশে ওঠার আগেই।

আতঙ্ক ও পক্ষাঘাত

এই নির্মমতা ইসরায়েলের সামরিক কমান্ডকে সম্পূর্ণ আতঙ্কের অবস্থায় ঠেলে দিয়েছে। তারা বুঝতে পারছে, যুক্তরাষ্ট্রকে সঙ্গে নিয়ে দশকের পর দশক ধরে গড়ে তোলা প্রতিরক্ষার প্রতিটি পরিকল্পনা ভেঙে পড়েছে এক নতুন বাস্তবতার সামনে—খাঁটি অগ্নিশক্তি ও দীর্ঘমেয়াদি ক্ষয়যুদ্ধের মিশ্র বাস্তবতা। ইরানের তিন-টন ওয়ারহেডগুলো মৃত্যুর কাস্তের মতো এগিয়ে আসছে, প্রায় কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই।

পশ্চিমের অপমান

এটি পশ্চিমা সামরিক বিজ্ঞানের জন্য অপরিমেয় অপমান। ইসরায়েল তার অহংকারের মূল্য দিচ্ছে রক্ত আর আগুনে; দিচ্ছে ওয়াশিংটনের ছায়ার ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতার মূল্য। তারা ভুলে গিয়েছিল—পদদলিত হলে কেঁচোও কিলবিল করে ওঠে। তেহরান একবার সর্বশক্তি নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিলে, তার মূল্য হয়ে দাঁড়ায় একটি পুরো জাতির টিকে থাকা। পুরোনো কৌশলবিদদের আত্মারাও এই মুহূর্তে হয়তো মৃদু তিক্ত হাসি হাসত।

ঘাঁটিগুলোর নীরবতা

অঞ্চলজুড়ে আমেরিকান ঘাঁটিগুলোর ভৌতিক নীরবতার দিকে তাকান। তারা তাদের মিত্রকে চূর্ণ হতে দেখছে, কিন্তু সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে সাহস করছে না। কেন? কারণ তারা জানে—যদি আরও উত্তেজনা বাড়ে—

অধ্যায় ৩: ইরানের ভারী ক্ষেপণাস্ত্র কৌশল এবং তেল আবিবের ওপর তার প্রভাব

ইসরায়েলের সীমানা পেরিয়ে হুমকি

—তাহলে এই তিন-টন ওয়ারহেড বহনকারী অগ্নিঝড় মার্কিন বিমানবাহী রণতরী কিংবা কাতার বা সংযুক্ত আরব আমিরাতে থাকা মার্কিন ঘাঁটির দিকেও ঘুরে যেতে পারে। ইরান কার্যত নিজস্ব অগ্নিশক্তি দিয়ে একটি নো-ফ্লাই জোন প্রতিষ্ঠা করেছে। সে বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে—যখন তার হাতে এই বিশাল-মাথাওয়ালা দানবগুলো থাকে, তখন তাকে আর কোনো জোটকে ভয় করতে হয় না।

হোয়াইট হাউসের উদ্দেশে এক সতর্কবার্তা

এ মুহূর্তে ইসরায়েলের ভেতরে প্রতিটি বিস্ফোরণ সরাসরি হোয়াইট হাউসের উদ্দেশে পাঠানো একটি সতর্কবার্তা। যে যুগে আমেরিকা ইচ্ছামতো মধ্যপ্রাচ্যকে নিয়ন্ত্রণ করত, সেই যুগ শেষ। তেল আবিবের ওপর আগুনের গর্জনময় সাগরে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—এক বৃদ্ধ হয়ে পড়া রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যবস্থার অসহায়তা।

অজেয়তার মুখোশ ভেঙে পড়া

কিন্তু এই তিন-টন ওয়ারহেডগুলো শুধু সামরিক ঘাঁটি ধ্বংস করছে না; এগুলো সেই অজেয়তার আবরণও ভেঙে দিচ্ছে, যা ইসরায়েল দশকের পর দশক ধরে তৈরি করেছিল। এখন ইসরায়েলের প্রতিটি ইঞ্চি ভূখণ্ডই লক্ষ্যবস্তু। প্রতিটি বাঙ্কার পরিণত হতে পারে গণকবরে। ইরান এমন কিছু করছে, যাকে বলা যায় যুদ্ধক্ষেত্রে হিসাবি পদচারণা। সে তাড়াহুড়ো করছে না। সে শান্তভাবে লক্ষ্য বেছে নিচ্ছে, বোতাম টিপছে, আর শত্রুকে ছেড়ে দিচ্ছে হতাশার মধ্যে ছটফট করতে।

যুদ্ধের এক নির্মম শিক্ষা

আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে মূল্যবান শিক্ষাগুলোর একটি হলো এটি—যখন আপনি ঢালের ওপর অতিরিক্ত নির্ভর করেন আর তরবারি ধার দিতে ভুলে যান, যখন আপনি সস্তা প্রতারণামূলক লক্ষ্যে সব গোলাবারুদ নষ্ট করেন, তখন মৃত্যু এসে হাজির হবে সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে প্রাথমিক শক্তির রূপে। ইরানের তিন-টন ওয়ারহেড হলো এক উদীয়মান সামরিক শক্তির প্রতীক—এক

শক্তি, যে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করে এবং নিজের শর্তে খেলার নিয়ম নতুন করে লিখতে তার ভারী অস্ত্রভাণ্ডার সামনে আনতে প্রস্তুত।

ফেরার পথ নেই

আমাদের একটি নিষ্ঠুর সত্য মেনে নিতে হবে। ইসরায়েলের আর পেছনে ফেরার রাস্তা নেই। আগুনের সাগর ছড়িয়ে পড়ছে, আর প্রতি মুহূর্তে এই দানবসম তিন-টন ওয়ারহেডের শক্তি পশ্চিমা মানসিকতায় আরও গভীরভাবে ভয় খোদাই করছে—পুনরুত্থিত এক ইরানের ভয়। এই যুদ্ধ কাগুজে শান্তিচুক্তিতে শেষ হবে না। এটি শেষ হবে তখনই, যখন এক পক্ষ আরেক পক্ষের চেয়ে বেশি শক্তিশালী, বেশি কূটবুদ্ধিসম্পন্ন, এবং বেশি ভীতিকর অগ্নিশক্তির চাপে সম্পূর্ণভাবে চূর্ণ হবে।

ট্রাম্পের পরিকল্পনার পতন

তৃতীয় অংশ—ট্রাম্পের পরিকল্পনার পতন, এক অতল কাদাজল ও এক পরাশক্তির তিক্ত পরিণতি। প্রথম দুই অংশ যদি আমাদের সামনে দেখিয়ে থাকে আগুনের সাগরে কাঁপতে থাকা একটি ইসরায়েল এবং জঞ্জালে পরিণত হওয়া একটি আয়রন ডোম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, তাহলে এই অংশ উন্মোচন করছে ওয়াশিংটনের নেপথ্য মস্তিষ্কের অপমানজনক ব্যর্থতা। সবচেয়ে বড় কথা, এটি প্রকাশ করছে—অত্যধিক শক্তি প্রয়োগ করে দ্রুত বিজয় ছিনিয়ে আনার ডোনাল্ড ট্রাম্পের কৌশল কীভাবে সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছে।

দ্রুত বিজয় থেকে কৌশলগত জলাজট

এই পরিকল্পনা এখন ইতিহাসের আবর্জনার ঝুড়িতে নিক্ষিপ্ত। মধ্যপ্রাচ্যে যা ঘটছে, তা আর কোনো সামরিক অভিযান নয়। এটি এক বিশাল জলাজট, এক কৃষ্ণগহ্বর, যা যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি ও মর্যাদা শুষে নিচ্ছে, এবং হোয়াইট হাউসের অধিবাসীর নিজের সম্পর্কে নির্মিত "মহান দরকষাকষিকারী" পরিচয়কে বিশ্ব রাজনীতির দাবার ছকে উপহাসে পরিণত করছে।

ইরানকে ভুলভাবে পড়া

ট্রাম্পের পরিকল্পনার সারবস্তু আপনাকে বুঝতে হবে। তিনি চেয়েছিলেন প্রবল আকাশশক্তি আর দমবন্ধ করা নিষেধাজ্ঞা একত্র করে এক সপ্তাহের মধ্যে ইরানকে নতজানু করতে। আমেরিকা বিশ্বাস করেছিল, বিমানবাহী রণতরী ও স্টেলথ এফ-৩৫ স্কোয়াড্রন দিয়ে তেহরানের নেতৃত্বকে ধ্বংস করে দেশটিকে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে বাধ্য করা যাবে। কিন্তু ১৮তম দিনের বাস্তবতা সেই ফুলে ওঠা আত্মবিশ্বাসের গালে জ্বলন্ত চড় কষিয়েছে। ইরান শুধু নত হতে অস্বীকার করেনি; বরং শান্তভাবে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ ও বজ্রপাতসম পাল্টা আঘাতের কৌশল প্রয়োগ করেছে, যার ফলে পেন্টাগনের প্রতিটি হিসাব মূল্যহীন ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে।

ফাঁদ ও অন্তহীন খরচ

যুক্তরাষ্ট্র এখন সেই দুঃস্বপ্নের দিকে তাকিয়ে আছে, যাকে সে সবসময় ভয় পেত—জড়িয়ে পড়া। ট্রাম্প চেয়েছিলেন "আমেরিকা ফার্স্ট" প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে, সেনাদের ঘরে ফিরিয়ে আনতে, দূরবর্তী যুদ্ধ শেষ করতে। কিন্তু এখন তিনি এমন এক সংঘাতে শৃঙ্খলিত, যেখানে প্রতিটি দিন যুক্তরাষ্ট্রের খরচ করছে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার, হাজার হাজার টন সামরিক সরঞ্জাম, আর "ইসরায়েল" নামের এক অতল গহ্বর। ভেতরে সেনা পাঠানো সহজ। কিন্তু মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে তাদের বের করে আনা—এটাই অনির্ধারিত সমীকরণ।

তেহরানের কৌশলগত ফাঁস

ওয়াশিংটন যখনই তার সম্পৃক্ততা কমানোর চেষ্টা করে, ইরান তখনই আরেকটি তিন-টন ওয়ারহেড দিয়ে ইসরায়েলকে আঘাত করে, ফলে আমেরিকা বাধ্য হয় থেকে যেতে এবং তার মৃতপ্রায় মিত্রকে টিকিয়ে রাখতে। এটাই তেহরানের বিস্ময়কর দক্ষতায় পাতা সেই অসম্ভব কৌশলগত ফাঁস।

প্রতিরক্ষার গভীরতা ও ভূখণ্ডকে অবমূল্যায়ন

ট্রাম্পের ব্যর্থতার আরেক দিক হলো—আমেরিকা ইরানের মানসিক দৃঢ়তা ও প্রতিরক্ষার গভীরতাকে অবমূল্যায়ন করেছে। ওয়াশিংটন ভেবেছিল বোমাবর্ষণই যথেষ্ট হবে, কিন্তু তারা ভুলে গিয়েছিল—ইরান এমন এক শক্তি, যার নিজস্ব প্রতিরক্ষা শিল্প আছে, আছে দুর্গম পার্বত্য ভূখণ্ড, যেখানে আমেরিকার বহু প্রযুক্তিগত আকাশ-সুবিধাই নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

আঞ্চলিক ভয়

যখন ইরানের দানবীয় তিন-টন ওয়ারহেডগুলো কথা বলতে শুরু করল, তখন সেগুলো শুধু তেল আবিবকে ধ্বংস করেনি; ট্রাম্পের টেবিলে আমেরিকান জেনারেলরা যে গোলাপি অপারেশনাল রিপোর্ট রাখছিল, সেগুলোকেও ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের ছন্দ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে—এই বিশ্বাস উবে গেছে। এমনকি কাতার ও বাহরাইনে মোতায়েন মার্কিন সেনারাও এখন অনিদ্রার ভয়ে বসবাস করছে, এই আশঙ্কায় যে আইআরজিসির ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র যে কোনো মুহূর্তে এসে পড়তে পারে।

জোটের ভেতরের ফাটল

পশ্চিমা জোটের ভেতরের ফাটলগুলোর দিকে আরও গভীরে তাকান। আমেরিকা যত গভীরভাবে এই জলাজটে ডুবছে, ইউরোপীয় মিত্ররা তত দূরে সরে যেতে শুরু করেছে, একই ধ্বংসের ঘূর্ণিতে টেনে নেওয়া হবে—এই আশঙ্কায়। ট্রাম্প ক্রমশ একা হয়ে পড়ছেন সেই দাবার ছকেই, যেটি তিনি নিজে সাজিয়েছিলেন।

শক্তির সীমা

পূর্ণ ধ্বংসের ওয়াশিংটনের হুমকি এখন ফাঁপা শোনায়, কারণ বাস্তবে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের ভূখণ্ডে স্থলসেনা পাঠাতে সাহস করছে না। স্থলবাহিনী ছাড়া যুদ্ধ এমন এক যুদ্ধ, যা সমাপ্ত করা যায় না; আর এই দীর্ঘস্থায়ী জড়িয়ে পড়া একটি অর্থনৈতিক পরাশক্তির জন্য ধীর মৃত্যু। ট্রাম্প একদিকে প্রো-ইসরায়েল প্রভাবশালীদের চাপের মধ্যে, যারা চান তিনি ইসরায়েলকে রক্ষা করুন; অন্যদিকে ক্ষুব্ধ আমেরিকান ভোটারদের সামনে, যারা সস্তা শান্তির মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে ক্ষুব্ধ।

লজিস্টিক দুর্বলতা

তার চেয়েও খারাপ হলো, এই জলাজট মার্কিন সামরিক শক্তির এক মারাত্মক দুর্বলতা উন্মোচন করেছে—দীর্ঘমেয়াদি উচ্চ-তীব্রতার যুদ্ধে তাদের লজিস্টিক ধরে রাখার সামর্থ্য। ইসরায়েলের গোলাবারুদের মজুত শুকিয়ে যাওয়ায়, আমেরিকাকে তা পুষিয়ে নিতে ইউরোপ ও এশিয়া থেকে নিজস্ব রিজার্ভ খুলে নিতে হচ্ছে। অর্থাৎ, পূর্ব ইউরোপ ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলসহ অন্যান্য ফ্রন্টে যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে দুর্বল করে ফেলছে।

এমন এক যুদ্ধ, যা ডলারকে রক্তাক্ত করে

ইরান যথেষ্ট বুদ্ধিমান ছিল এই যুদ্ধকে এমন এক যন্ত্রে পরিণত করতে, যা মাথা ঘুরিয়ে দেওয়া গতিতে আমেরিকান অস্ত্র খরচ করে। ট্রাম্প যত দ্রুত জিততে চান, ইরান তত ধীরে যুদ্ধ করে, যেন যুদ্ধটিকে দীর্ঘায়িত করে মার্কিন ডলারের শেষ রক্তবিন্দুটুকুও বের করে নেওয়া যায়।

নড়ে ওঠা এক প্রেসিডেন্সি

কখনোই কোনো মধ্যপ্রাচ্যীয় প্রতিদ্বন্দ্বী একটি মার্কিন প্রেসিডেন্টের অবস্থানকে এত সহিংসভাবে নাড়িয়ে দিতে পারেনি। পারমাণবিক প্রতিরোধমূলক ভাষা থেকে সাইবার যুদ্ধ—সব হাতিয়ারই যুক্তরাষ্ট্র ব্যবহার করেছে। তবুও ইরান দুর্গের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

পুরোনো ধারণার অবসান

ট্রাম্পের পরিকল্পনার পতন একটি বিষয় নির্মম স্পষ্টতায় প্রমাণ করে—যুক্তরাষ্ট্র শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিশ্বে নিজের ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে পারার যুগ শেষ। মধ্যপ্রাচ্য আর ওয়াশিংটনের ব্যক্তিগত খেলার মাঠ নয়। এটি পরিণত হয়েছে এক পুরোনো ব্যবস্থার বেপরোয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষার সমাধিক্ষেত্রে।

বিশ্বাসের পতন

আর এই ফাঁদে আটকে পড়ার মূল্য ভয়াবহ। এটি শুধু অর্থের ক্ষতি নয়, শুধু অস্ত্রের ক্ষতিও নয়। এটি বিশ্বাসের পতন। বিশ্ব এখন দেখছে—আমেরিকা ইরানের তিন-টন ওয়ারহেড থেকে তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্রকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হচ্ছে, এবং সবাই নিজের নিজের সিদ্ধান্ত টেনে নিচ্ছে। যদি একটি পরাশক্তি নিষেধাজ্ঞাগ্রস্ত একটি দেশের অগ্নিশক্তির বিরুদ্ধে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারকে রক্ষা করতে না পারে, তবে সে কীভাবে বৈশ্বিক শৃঙ্খলা রক্ষার দাবি করে?

সহনশীলতার যুদ্ধ

এই শৃঙ্খল-পতনের সূচনাই আমরা পরবর্তী অংশে পেট্রোডলারের প্রেক্ষিতে আরও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করব। ট্রাম্প মরিয়া হয়ে একটি সম্মানজনক প্রস্থান খুঁজছেন, কিন্তু তেহরানের তা দেওয়ার কোনো ইচ্ছা নেই। সে চায়, অতীতের প্রতিটি আগ্রাসনের মূল্য আমেরিকাকে দিতে হোক। এই যুদ্ধ এখন সহনশীলতার প্রতিযোগিতায় পরিণত হচ্ছে। আর এই মুহূর্তে, বিরাট ওয়ারহেড এবং পাথরের মতো কঠিন প্রতিরক্ষা-অবস্থান নিয়ে ইরানই ট্রাম্পের পরিকল্পনার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে হাসতে থাকা পক্ষ বলে মনে হচ্ছে।

ফাঁদের মধ্যে ওয়াশিংটন

তৃতীয় অংশের শেষে আমরা ওয়াশিংটনের জন্য এক অন্ধকার ছবি দেখি। আমেরিকা ফাঁদে পড়ে গেছে। ইসরায়েল হাঁসফাঁস করছে, আর ট্রাম্প তার রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে বড় সামরিক ব্যর্থতার মুখোমুখি। মধ্যপ্রাচ্যের জলাজট ইতোমধ্যে মুখ খুলে ফেলেছে, এক আত্মতুষ্ট সাম্রাজ্যের শেষ অবশিষ্টাংশ গিলে ফেলার অপেক্ষায়।

হরমুজ ও পেট্রোডলার

চতুর্থ অংশ। হরমুজের জীবনরেখা রুদ্ধ—পেট্রোডলারের জন্য মৃত্যু-ঘণ্টা। যদি ইরানের তিন-টন ওয়ারহেড ইসরায়েলের দেহে সরাসরি আঘাত হয়ে থাকে, তাহলে হরমুজ প্রণালি অবরোধের পদক্ষেপটি হলো আমেরিকান সাম্রাজ্যের আত্মার দিকে চালানো প্রাণঘাতী ছুরি—পেট্রোডলার। ১৮তম দিনে বিশ্ব শুধু তেল আবিবের আগুনের সাগর দেখে স্তম্ভিত নয়; বরং আরও কঠিন এক সত্যে কাঁপছে। বৈশ্বিক জ্বালানির গলা এখন তেহরানের হাতের মুঠোয়। এটি আর—

অধ্যায় ৪: সংঘাত গভীর জলাজটে রূপ নেওয়ায় ট্রাম্পের পরিকল্পনার উন্মোচিত ভাঙন

হুমকি থেকে বাস্তব প্রয়োগ

—আলোচনায় ছুঁড়ে দেওয়া কোনো ফাঁকা হুমকি নয়। এটি সেই মুদ্রাগত বিশেষাধিকারকে লক্ষ্য করে কার্যকর করা এক মৃত্যুদণ্ড, যা ওয়াশিংটন অর্ধশতাব্দী ধরে ভোগ করে এসেছে।

হরমুজের বাছাই করা অবরোধ

এই পদক্ষেপের কৌশলগত দীপ্তির দিকে তাকান। ইরানকে প্রণালি দিয়ে যাওয়া প্রতিটি জাহাজ ডুবাতে হবে না। তেহরানের শুধু ঘোষণা করলেই চলে যে হরমুজ সবার জন্য খোলা, তবে ইসরায়েল, যুক্তরাষ্ট্র এবং তাদের মিত্রদের জন্য নয়। একটি সহজ বার্তা—কিন্তু যার ধ্বংসক্ষমতা নিজেই যেন পারমাণবিক অগ্নিশক্তির চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর। এই এক ঘোষণাতেই ইরান সমুদ্রপ্রবেশের মুখে বিশ্বকে দুই ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে।

নৌ-চলাচলের স্বাধীনতার উল্টো চিত্র

চীন, রাশিয়া বা নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পতাকা বহনকারী জাহাজ এখনো আইআরজিসি নৌবাহিনীর নজরদারিতে পার হয়ে যাচ্ছে, আর পশ্চিমা তেলবাহী ট্যাংকারগুলো উপকূলীয় অ্যান্টি-শিপ ক্ষেপণাস্ত্রের ভয়ে বাইরে আটকে আছে। এই নির্বাচিত অস্বীকৃতি সেই তথাকথিত “স্বাধীন নৌ-চলাচল” ধারণার মুখে জ্বলন্ত চড়, যেটি যুক্তরাষ্ট্র দশক ধরে প্রচার করেছে।

কেন পেট্রোডলার ঝুঁকিতে

এটিকে পেট্রোডলারের জন্য মৃত্যুদণ্ড বলা হচ্ছে কেন? কারণ মার্কিন ডলারের শক্তি একটি মূল স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য হওয়া প্রায় প্রতিটি ফোঁটা তেল ঐতিহাসিকভাবে ডলারে মূল্যায়িত ও নিষ্পত্তি হয়েছে। কিন্তু যখন ইরান হরমুজ আমেরিকার জন্য বন্ধ করে দেয় এবং পার হতে ইচ্ছুক অংশীদারদের কাছ থেকে ইউয়ান বা রাশিয়া-সংযুক্ত ব্যবস্থায় অর্থপ্রদানের দাবি তোলে, তখন সেই স্তম্ভটি কেঁপে উঠতে শুরু করে।

মুদ্রাস্ফীতি ও জ্বালানি-আঘাত

নিউইয়র্কের ট্রেডিং ফ্লোরে আতঙ্কের মধ্যে তেলের দাম ইতোমধ্যেই বেপরোয়া নাচানাচি শুরু করেছে—ব্যারেলপ্রতি ১০০ ডলার ছাড়িয়ে ১৫০ ডলারের দিকেও ছুটছে। আমেরিকা আরও বেশি টাকা ছাপাতে পারে, কিন্তু আরও বেশি তেল ছাপাতে পারে না।

আর ট্রাম্পের সামরিক বিশ্বাসযোগ্যতা ভেঙে যাওয়ার পর কাগুজে ডলারের স্তূপ দিয়ে ইরানকে হরমুজ খুলতে বাধ্য করাও সম্ভব নয়। তেহরানের এই পদক্ষেপ ওয়াশিংটনকে ঠেলে দিচ্ছে এক অর্থনৈতিক দুঃস্বপ্নের দিকে—বিপুল মাত্রার মুদ্রাস্ফীতির দিকে।

উপসাগরীয় রাজতন্ত্রগুলোর পুনর্বিবেচনা

যখন বৈশ্বিক জ্বালানি-ধমনী সংকুচিত হয়, তখন পরিবহন ও উৎপাদন ব্যয় বিস্ফোরিত হয়, আর ডলার মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলোর চোখে হঠাৎই সস্তা কাগজে পরিণত হয়। বহুদিন ধরে আমেরিকার নিরাপত্তা-ছাতার নিচে থাকা উপসাগরীয় তেল-রাজতন্ত্রগুলো এখন দেখছে ইসরায়েল আঘাতে বিদ্ধ, আর হরমুজ ধীরে ধীরে ইরানের নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছে। নীরবে তারা আমেরিকান ব্যাংকিং ব্যবস্থার বাইরে পুঁজি সরাতে শুরু করছে। তারা উপলব্ধি করছে—ওয়াশিংটনের প্রতিশ্রুত নিরাপত্তা-ছাতা আসলে ছেঁড়া জাল, যা ইরানের তিন-টন ওয়ারহেড ঠেকাতে অক্ষম।

নীরব আর্থিক স্থানচ্যুতি

পেট্রোডলারের পতন কোনো একক মহাবিস্ফোরণে আসবে না। এটি ঘটছে প্রাণঘাতী নীরবতায়, পণ্যবাজারের ট্রেডিং ফ্লোরজুড়ে, যেখানে মার্কিন ডলারকে সরিয়ে দিয়ে জায়গা করে দেওয়া হচ্ছে এক নতুন বহুমেরু আর্থিক ব্যবস্থার জন্য।

ভূরাজনীতিই অস্ত্র

এখানে ইরানের কৌশলগত মেধা হলো—সে শুধু সামরিক শক্তি দিয়ে অবরোধ করছে না; ভূরাজনীতির নিয়মগুলোই ব্যবহার করছে আমেরিকাকে বিচ্ছিন্ন করতে। অন্য দেশের কার্গো জাহাজ চলতে দিলে, ওয়াশিংটনের জন্য ইরানের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক জোট গঠন করা অনেক কঠিন হয়ে যায়। এশিয়া ও ইউরোপের দেশগুলো এখনও বাঁচার জন্য তেল চায়। তারা ট্রাম্পের উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে ডুবে যাওয়ার চেয়ে অন্য মুদ্রায় লেনদেন করতেই রাজি হবে।

আমেরিকার তিক্ত বৈপরীত্য

আমেরিকা এখন এক তিক্ত বৈপরীত্যের মুখে। যত বেশি সে শক্তি প্রয়োগ করে তেলবাহী জাহাজকে এগিয়ে নিতে চায়, তত বেশি উত্তেজনা বাড়ায় এবং তেলের দাম আরও ওপরে ঠেলে দেয়—ফলে কার্যত নিজের অর্থনীতিকেই শ্বাসরোধ করে।

খার্গ দ্বীপ এবং উপসাগরীয় ফাঁদ

ইরানের তেল অবকাঠামোর কেন্দ্র খার্গ দ্বীপের আশপাশে কী ঘটছে, সেটি দেখুন। ওয়াশিংটন দাবি করে, সেখানে সব ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা কী? ইরানি তেল এখনও গোপন পাইপলাইন আর "ভূতুড়ে ট্যাংকারের" মাধ্যমে নীরবে প্রবাহিত হচ্ছে, কৌশলগত অংশীদারদের সুরক্ষায়। অন্যদিকে, আমেরিকার কথিত মিত্র সৌদি ও আমিরাতি তেলক্ষেত্রগুলোও তীব্র সীমাবদ্ধতার মুখে, কারণ রপ্তানি-পথ আর নিরাপদ নেই। ইরান গোটা উপসাগরকে একটি ফাঁদে পরিণত করেছে, আর চাবিটি একমাত্র তার হাতেই। আমেরিকা ও ইসরায়েল বাইরে দাঁড়িয়ে শুধু অসহায়ের মতো শূন্যে চিৎকার করছে।

আর্থিক ভূমিকম্প

পেট্রোডলার ব্যবস্থার পতন এমন এক আর্থিক ভূমিকম্প ডেকে আনবে, যার জন্য যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তুত নয়। যখন কোনো মুদ্রা আর জ্বালানির সঙ্গে নোঙর করা থাকে না, তখন সেটি তার নগ্ন মূল্যে ফিরে যায়—কাগজে। ট্রাম্প এখন দ্বৈত দুঃস্বপ্নের সামনে দাঁড়িয়ে—যুদ্ধক্ষেত্রে অপমানজনক ব্যর্থতা এবং দেশে আর্থিক সাম্রাজ্যের ভাঙন।

একমেরু ব্যবস্থার কবর

এটাই অহংকারের মূল্য—এই বিশ্বাসের মূল্য যে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে হাজার বছরের সভ্যতা, গভীর কৌশলদৃষ্টি ও সময়-অতিক্রমী স্বচেতনা ধারণ করা একটি জাতিকে ভেঙে দেওয়া সম্ভব। ১৮তম দিনের শেষে হরমুজ প্রণালি আর কেবল একটি নৌপথের সংকীর্ণ গলা নয়; এটি একমেরু ব্যবস্থার কবরস্থানে পরিণত হয়েছে। আমেরিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়—এমন প্রতিটি জাহাজ যখন অবাধে পাড়ি দেয়, তখন তা পেট্রোডলারের কফিনে আরেকটি পেরেক ঠুকে দেয়।

জীবনরস কেটে জেতা

ইরান এমন এক প্রাধান্যপূর্ণ অবস্থান থেকে খেলছে, যেখানে যুদ্ধক্ষেত্রে তাকে পূর্ণাঙ্গ সামরিক বিজয়ও অর্জন করতে হবে না। সে জিতছে প্রতিপক্ষের জীবনরস কেটে দিয়ে। এমন এক নতুন ব্যবস্থা গড়ে উঠছে, যেখানে তেহরানের কণ্ঠস্বর কখনও কখনও জাতিসংঘের প্রস্তাব বা হোয়াইট হাউসের নির্দেশের চেয়েও বেশি ওজন বহন করছে।

রাশিয়া ও চীন—লাভবান দুই শক্তি

পঞ্চম অংশ—রাশিয়া ও চীন, একমেরু ব্যবস্থার ধ্বংসস্তূপে মাছ ধরা দুই শক্তি। আমেরিকা যখন মধ্যপ্রাচ্যের জলাজটে হাবুডুবু খাচ্ছে, আর ইসরায়েল তিন-টন ওয়ারহেডের ঢেউয়ে কাঁপছে, তখন ভূরাজনৈতিক দাবার আরেক পাশে দুই দানব নীরবে হাসছে—রাশিয়া ও চীন। বড় শক্তিগুলোর প্রকৃত প্রবৃত্তি প্রকাশের এটাই মুহূর্ত। একটি গুলিও না ছুড়ে, নিজেদের অগ্নিশক্তি জাহির না করেই, মস্কো ও বেইজিং যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল অক্ষের মারাত্মক ভুল থেকে বিপুল অর্থনৈতিক ও ভূরাজনৈতিক লাভ কুড়িয়ে নিচ্ছে।

রাশিয়ার কৌশলগত সুযোগ

প্রথমে রাশিয়ার দিকে তাকান। প্রেসিডেন্ট পুতিন সম্ভবত ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সবচেয়ে মধুর সময় পার করছেন। কেন? কারণ আমেরিকা যত গভীরভাবে ইরানে আটকে যায়, ইউক্রেন ফ্রন্টে তার চাপ তত হালকা হয়। ওয়াশিংটনের মনোযোগ, আর্থিক সম্পদ, এবং সর্বোপরি অস্ত্রের মজুত মধ্যপ্রাচ্যের আগুনে ঢেলে দেওয়া হচ্ছে। যখন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রতিটি ইন্টারসেপ্টর ক্ষেপণাস্ত্র অগ্রাধিকার দিয়ে দুর্বল হয়ে পড়া ইসরায়েলকে বাঁচাতে হয়, তখন ইউক্রেন হঠাৎই "ভুলে যাওয়া সন্তান"-এ পরিণত হওয়ার ঝুঁকিতে পড়ে।

তেল, আয় ও প্রভাব

রাশিয়া এই সুযোগে তার অবস্থান শক্ত করছে এবং একাধিক ফ্রন্টে চাপ বাড়াচ্ছে। কিন্তু রাশিয়ার সবচেয়ে বড় লাভ হয়তো তার মানিব্যাগে। ইরান যখন হরমুজ প্রণালি টাইট করে, তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ১০০ ডলার ছাড়িয়ে উন্মত্তভাবে বাড়ে, আর রাশিয়া সরাসরি তার সুবিধাভোগী হয়। জ্বালানি-আয় মস্কোয় দ্রুতগতিতে ফিরে আসে, ফলে পশ্চিমের বহু বছরের নিষেধাজ্ঞা-নির্মাণের ধার ভোঁতা হয়ে যায়। এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের কিছু মিত্র হয়তো শেষ পর্যন্ত গর্ব গিলে নীরবে মস্কোর দরজায় গিয়ে তেলের অনুরোধ করবে, কারণ আকাশছোঁয়া জ্বালানির দাম আর বহন করা সম্ভব হবে না। রাশিয়া শুধু ধনীই হচ্ছে না; সে আবার জ্বালানি-উদ্ধারকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে, জ্বালানির জন্য মরিয়া অর্থনীতিগুলোর বেঁচে থাকার চাবিকাঠি হাতে নিয়ে।

চীনের দীর্ঘ খেলা

এরপর আসে চীন, যে আধুনিক ইতিহাসের সম্ভবত সবচেয়ে মার্জিত "পাহাড়ে বসে বাঘের লড়াই দেখা" কৌশলটি প্রয়োগ করছে। আমেরিকা যখন বোমা ও যুদ্ধে অর্থ পুড়িয়ে দিচ্ছে, বেইজিং তখন নীরবে জ্বালানি চুক্তি পাকাপোক্ত করছে এবং রেনমিনবির প্রভাব বাড়াচ্ছে।

হরমুজ—বেইজিংয়ের জন্য এক উপহার

হরমুজ ঘিরে ইরানের পদক্ষেপ বহু দিক থেকেই চীনের জন্য অমূল্য উপহার। তেহরান ইঙ্গিত দিচ্ছে—প্রণালি বন্ধ শুধু আমেরিকা, ইসরায়েল ও তাদের মিত্রদের জন্য। অর্থাৎ চীনা তেলবাহী জাহাজগুলো আইআরজিসির নীরব সুরক্ষায় যাতায়াত চালিয়ে যেতে পারে। এই অগ্রাধিকার কোনো দুর্ঘটনা নয়। এটি রাশিয়া, চীন ও ইরান—এই নীরব ত্রিভুজীয় সমন্বয়ের ইঙ্গিত, যার উদ্দেশ্য ডলারভিত্তিক ব্যবস্থাকে দুর্বল করা।

পেট্রোইউয়ানের উত্থান

বেইজিং এই সংকটকে পেট্রোইউয়ানের উত্থান ত্বরান্বিত করার জন্য ব্যবহার করছে। পেট্রোডলার রক্তক্ষরণে ভুগছে, আর চীন নিজেকে হাজির করছে এমন এক নির্ভরযোগ্য বাণিজ্য-অংশীদার হিসেবে, যে রেনমিনবি বা এমনকি স্বর্ণ-সংযুক্ত ব্যবস্থায় তেল কেনাবেচা করতে প্রস্তুত। মার্কিন সামরিক শক্তি ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র ঠেকাতে ব্যর্থ—এ দৃশ্য দেখে আরব রাষ্ট্রগুলো তাদের পুরোনো ধারণা পুনর্বিবেচনা করতে শুরু করেছে। তারা বুঝতে পারছে—দুর্বল হয়ে পড়া একটি যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নিজেদের ভবিষ্যৎ বাজি ধরা আত্মঘাতীও হতে পারে।

বিকল্প পৃষ্ঠপোষক হিসেবে চীন

চীনকে একটি গুলিও ছুড়তে হচ্ছে না। সে ধীরে ধীরে আমেরিকার জায়গা নিচ্ছে—বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্যের জন্য আরও টেকসই অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা-অংশীদার হিসেবে।

প্রক্সি যুদ্ধের ব্যাখ্যা

রাশিয়া, চীন ও ইরানের এই কৌশলগত সমন্বয় ক্রমেই অগ্রাহ্য করা কঠিন হয়ে উঠছে। তেহরানের কর্মকর্তারা প্রকাশ্যে মস্কো ও বেইজিংয়ের সহযোগিতার কথা বলছেন। তার মানে কী? এই বয়ানের যুক্তি অনুযায়ী এর অর্থ হতে পারে—তেল আবিবের ওপর বিস্ফোরিত তিন-টন ওয়ারহেডগুলোর পেছনে রয়েছে রুশ রাডার জ্ঞান বা চীনা গাইডেন্স প্রযুক্তি। এ যেন প্রক্সি যুদ্ধের সর্বোচ্চ রূপ—রাশিয়া ও চীন, ইরানকে অগ্রভাগের বর্শা বানিয়ে আমেরিকান শক্তির বুদবুদ ফুটো করছে।

পশ্চিমা শিবিরে ফাটল

এই পরিবর্তনের অর্থ আরও গভীরে দেখুন। আমেরিকা এখন নিজ জোট কাঠামোর ভেতরেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। ইউরোপের জ্বালানি-নির্ভর দেশগুলো রাশিয়া ও চীনের দিকে নতুন চোখে তাকাতে শুরু করেছে। তারা এমন এক ওয়াশিংটনকে অনন্তকাল অনুসরণ করতে পারবে না, যে নিজেই গভীরে ডুবে যাচ্ছে এবং সঙ্গে করে বৈশ্বিক অর্থনীতিকেও টেনে নামাচ্ছে। এই ক্রমবর্ধমান ফাটলই হয়তো রাশিয়া ও চীনের জন্য সবচেয়ে বড় ভূরাজনৈতিক উপহার।

বহুমেরু ব্যবস্থার আবির্ভাব

মধ্যপ্রাচ্যের ধোঁয়া ও আগুনের মধ্যে একমেরু বিশ্বব্যবস্থা মরছে, এবং জন্ম নিচ্ছে এক নতুন বহুমেরু ব্যবস্থা—যেখানে বৈশ্বিক অর্থ ও জ্বালানি প্রবাহ নির্ধারণে মস্কো ও বেইজিংয়ের ভূমিকা ক্রমে বাড়ছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল যখন স্বল্পমেয়াদি সামরিক হিসাবের ফাঁদে আটকে আছে, রাশিয়া ও চীন তখন দীর্ঘ খেলা খেলছে—ওয়াশিংটনের আধিপত্য মুছে দেওয়ার লক্ষ্যে। তারা প্রকৃত ঊর্ধ্বস্থ অবস্থানে দাঁড়িয়ে দূর থেকে ঘটনাপ্রবাহ গড়ে দিচ্ছে এবং প্রতিপক্ষ সম্পূর্ণ ক্লান্ত হওয়ার অপেক্ষা করছে, যাতে চূড়ান্ত আঘাতটি সুনির্দিষ্টভাবে হানা যায়।

ভবিষ্যৎ-রূপ নিয়ে লড়াই

এ যুদ্ধ আর কেবল রাষ্ট্র বনাম রাষ্ট্রের যুদ্ধ নয়। এটি ২১শ শতকে মানব নিয়তির আকৃতি কেমন হবে, সেই প্রশ্ন নিয়ে এক সংগ্রাম। আর এই মুহূর্তে, সুযোগ বোঝার ক্ষেত্রে সবচেয়ে তৎপর শক্তি—রাশিয়া ও চীন—স্কোরবোর্ডে এগিয়ে আছে। ষষ্ঠ অংশ—একমেরু সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড, তিন-টন ওয়ারহেডের নিচে চূর্ণ পুরোনো শৃঙ্খলা। আমরা দাঁড়িয়ে আছি এমন এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে, যেখানে প্রতিটি—

অধ্যায় ৫: পেট্রোডলারের চাপ, হরমুজ-উত্তেজনা, এবং রাশিয়া-চীনের সম্ভাব্য লাভ

পুরোনো ব্যবস্থার মৃত্যু-ঘণ্টা

—ইসরায়েলের ভেতরে আঘাত হানা প্রতিটি ইরানি তিন-টন ওয়ারহেড শুধু দৃশ্যমান সামরিক লক্ষ্যবস্তুকেই ধ্বংস করছে না; বরং শীতল যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে আমেরিকা যে একমেরু শক্তি-ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল, তার পুরো কাঠামোর জন্য মৃত্যু-ঘণ্টাও বাজিয়ে দিচ্ছে। এখানেই আমরা বিশ্লেষণ করতে পারি এক বার্ধক্যগ্রস্ত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার চিকিৎসাগত মৃত্যু—এক ব্যবস্থা, যেখানে বাস্তব যুদ্ধক্ষমতা ও “প্রতিরোধ অক্ষ”-এর কৌশলগত ধৈর্যের সম্মিলিত শক্তির সামনে ওয়াশিংটনের নিয়মগুলো ক্রমেই মূল্য হারাচ্ছে।

নিম্ন-হাতে চলে যাওয়া পরাশক্তি

এটাই সেই মুহূর্ত, যখন আমরা সবচেয়ে স্পষ্টভাবে দেখতে পাই—পুরোনো গৌরব আঁকড়ে থাকা কিন্তু নির্মম নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি এক পরাশক্তির করুণ নিম্ন-হাতের অবস্থান। সত্যটা কী? সত্য হলো, জাতিসংঘ থেকে শুরু করে ন্যাটোর মতো সামরিক জোট পর্যন্ত পুরো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান-ব্যবস্থা প্রায় হাস্যকর অসহায়তায় দাঁড়িয়ে আছে।

আমেরিকান কর্তৃত্বের সীমা

ইসরায়েল আক্রান্ত হওয়ার পর আমেরিকা ইরানকে বিচ্ছিন্ন করতে প্রায় সব কূটনৈতিক ব্যবস্থা সচল করতে চেয়েছিল, কিন্তু ফল হয়েছে কার্যত শূন্য। কেন? কারণ বিশ্ব এখন ওয়াশিংটনের ভন্ডামি ও দুর্বলতা ভেদ করে দেখতে শিখেছে। যদি একটি পরাশক্তি পুরোনো ক্ষেপণাস্ত্রব্যবস্থা ও অসম প্রতিশোধের বিরুদ্ধে নিজের প্রিয় মিত্রকেই রক্ষা করতে না পারে, তাহলে সে কীভাবে বাকিদের কাছে আনুগত্য দাবি করবে?

কাগুজে শৃঙ্খলার বদলে যুদ্ধক্ষেত্রের বাস্তবতা

একমেরু ব্যবস্থার পতন কাগজে ঘটছে না। এটি ঘটছে ১৮তম দিনের যুদ্ধক্ষেত্রে, যেখানে ইরানের সহনশীলতা ও খাঁটি অগ্নিশক্তির আঘাতে মার্কিন সামরিক মর্যাদা ভেঙে পড়ছে। দোদুল্যমান রাষ্ট্রগুলোর অবস্থান পরিবর্তনের দিকে তাকান। দীর্ঘদিন দুই শিবিরের মাঝামাঝি থাকা দেশগুলো এখন প্রকাশ্যে রাশিয়া, চীন ও ইরানের দিকে ঝুঁকতে শুরু করেছে। তারা বুঝছে—এই মুহূর্তে আমেরিকাকে অনুসরণ করা মানে ডুবন্ত জাহাজে পা রাখা।

পেট্রোডলার থেকে নিরাপত্তা-সুনামের পতন

পেট্রোডলারের পতন কেবল শুরু। আরও ভয়াবহ হলো নিরাপত্তা-সুনামের পতন। যদি আমেরিকা ইসরায়েলকে আগুনের সাগর থেকে বাঁচাতে প্রয়োজনীয় চূড়ান্ত আঘাত হানতে না চায় বা না পারে, তাহলে এশিয়া বা ইউরোপের তার মিত্ররা সংকটের মুহূর্তে পরিত্যক্ত হবে না—এমন আশ্বাস তারা কোথা থেকে পাবে? এটি হলো বিশ্বাসের ডমিনো-প্রভাব—এক ধরনের ভাইরাস, যা ভেতর থেকে ওয়াশিংটনের শক্তিকাঠামোকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

তেহরানের স্বাধীনতার বার্তা

তেহরানের এই বিশাল তিন-টন ওয়ারহেড নিক্ষেপকে এখানে সামরিক স্বাধীনতার ঘোষণা হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। এটি দেখাচ্ছে, অবরুদ্ধ ও নিষেধাজ্ঞাগ্রস্ত একটি দেশও এমন অস্ত্র তৈরি করতে পারে, যা বৈশ্বিক শক্তির ভারসাম্য বদলে দিতে সক্ষম। আর এটি সেই সব দেশকে বার্তা দেয়, যারা আমেরিকান চাপ থেকে মুক্ত হতে চায়।

সাম্রাজ্যের ভিত্তি হিসেবে ভয়

একমেরু ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে ভয় ও বলপ্রয়োগমূলক অগ্নিশক্তির ওপর। কিন্তু তেল আবিবের ওপর গর্জে ওঠা বিস্ফোরণের শব্দে যখন সেই ভয় ভেঙে যায়, তখন সেই ভয়-নির্ভর ব্যবস্থাও ভেঙে পড়তে শুরু করে। বিশ্ব এমন এক যুগে প্রবেশ করছে, যেখানে শক্তি আর একমাত্র হোয়াইট হাউসকে কেন্দ্র করে থাকবে না; বরং তা পুনর্বণ্টিত হবে বাস্তব যুদ্ধক্ষেত্রের সক্ষমতা ও প্রযুক্তিগত আত্মনির্ভরতার ভিত্তিতে।

নিষেধাজ্ঞার ভোঁতা হয়ে যাওয়া

পুরোনো ব্যবস্থার মৃত্যুর আরেকটি চিহ্ন হলো অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার অকার্যকারিতা। ট্রাম্প “সর্বোচ্চ চাপ” প্রয়োগের সব উপায়ই ব্যবহার করেছিলেন। তবুও ইরান দাঁড়িয়ে আছে, এখনও বিশাল ওয়ারহেড তৈরি করতে সক্ষম, এখনও একটি বিস্তৃত অংশীদার-নেটওয়ার্ক ধরে রাখতে সক্ষম। এটি দেখাচ্ছে—আমেরিকার অর্থনৈতিক অস্ত্রের ধার অনেকটাই ভোঁতা হয়ে গেছে।

বিকল্প ব্যবস্থার উত্থান

রাশিয়া ও চীন যখন বিকল্প পেমেন্ট রুট খুলে দিচ্ছে এবং পশ্চিমা নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার বাইরে তেল চলাচল শুরু হচ্ছে, তখন আমেরিকা ক্রমেই অন্ধকারে হাতড়ানো এক অন্ধ দৈত্যের মতো দেখাচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যে তার জড়িয়ে পড়া উদীয়মান শক্তিগুলোর জন্য সোনালি সুযোগ—এক নতুন নিয়মপুস্তক লেখার, যা আর একতরফা বলপ্রয়োগ দিয়ে সংজ্ঞায়িত হবে না।

অবস্থানের উল্টে যাওয়া

১৮তম দিনের আগুনে আমরা অবস্থানের এক ধ্রুপদি উল্টোফেরা দেখি। একসময় যারা ছিল শিকারি—ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র—তারা এখন শিকারে পরিণত, কোণঠাসা। ইরান, যে একসময় বহিরাগত হিসেবে খারিজ ছিল, এখন পৃথিবীর সবচেয়ে কৌশলগত অঞ্চলের একটিতে ছন্দ নির্ধারণকারী শক্তিতে পরিণত হয়েছে। এটি সৌভাগ্য নয়। এটি দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত দৃষ্টি, ধৈর্য, সহনশীলতা, এবং প্রতিপক্ষের সবচেয়ে দুর্বল মুহূর্তে আঘাত হানার সামর্থ্যের ফল।

আগুনে লেখা বহুমেরু বিশ্ব

ইসরায়েলের সামরিক ক্ষতি এবং ট্রাম্প প্রশাসনের অসহায়তার রক্ত-মিশ্র বাস্তবতায় এক নতুন বিশ্বব্যবস্থা লেখা হচ্ছে—এক বহুমেরু বিশ্ব, যেখানে তেহরান, মস্কো ও বেইজিংয়ের কণ্ঠস্বর ওয়াশিংটনের মতোই, কিংবা তার চেয়েও বেশি, ওজন বহন করে। এই তিন-টন ওয়ারহেডগুলো শুধু সামরিক স্থাপনাই ধ্বংস করছে না; এগুলো এক চিরস্থায়ী আমেরিকান সাম্রাজ্যের মায়াকেও ধ্বংস করছে।

ধোঁয়া সরে গেলে

আর ধোঁয়া সরে গেলে, পৃথিবী এক নতুন বাস্তবতায় জেগে উঠবে—যেখানে কোনো রাষ্ট্র আর বিচারক বা হামলাকারীর বিশেষ অধিকার দাবি করতে পারবে না, তার সমমূল্য না চুকিয়ে।

চীন—চূড়ান্ত বিজয়ী?

সপ্তম অংশ। চীন উঠে আসছে—ভূরাজনৈতিক দাবার ছকের চূড়ান্ত বিজয়ী হিসেবে। আমেরিকা যখন সামান্য ফলদায়ক বিমান হামলায় অর্থ ও মর্যাদা পুড়িয়ে যাচ্ছে, ইসরায়েল যখন তার ভাঙা ঢালের মারাত্মক ফাঁকগুলো বন্ধ করতে হিমশিম খাচ্ছে, তখন প্রাচ্যের ড্রাগন নীরবে এমন পদক্ষেপ নিচ্ছে, যার প্রভাব ইরানের তিন-টন ওয়ারহেডের চেয়েও কম বিধ্বংসী নাও হতে পারে।

বেইজিংয়ের কৌশলগত ধরন

সম্ভবত এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ, কারণ এখানেই প্রকাশ পায়—ধোঁয়া কেটে গেলে শেষ পর্যন্ত কে খেলাটির প্রকৃত নিয়ন্তা হিসেবে উঠে আসতে পারে। বেইজিংকে তার পেশি দেখাতে হবে না। তাকে শুধু সঠিক সময়ে সঠিক চালটি চালতে হবে, যাতে ওয়াশিংটনকে অতিক্রম করে যুক্তরাষ্ট্রকে পুরোনো, পেছনে পড়ে থাকা এক দৈত্যে পরিণত করা যায়।

ভয় দেখানো বনাম কূটনীতি

মধ্যপ্রাচ্যের হৃদয় কীভাবে চীন একটি অগ্নিঝড়ের মাঝেই দখল করছে, তা দেখুন। আমেরিকা যখন ভয় দেখাতে বিমানবাহী রণতরী পাঠায়, চীন তখন তেহরান, রিয়াদ এবং আবুধাবিতে কূটনীতিক ও বিলিয়ন-ডলারের অর্থনৈতিক চুক্তি পাঠায়। বেইজিংয়ের কৌশল অত্যন্ত বাস্তববাদী। সে যুদ্ধের জন্য পক্ষ বেছে নেয় না; সে পক্ষ বেছে নেয় আমেরিকান প্রভাবমুক্ত এক সম্পূর্ণ নতুন বাস্তুতন্ত্র গড়ে তোলার জন্য।

নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি এবং বেইজিং

আমেরিকাকে বাইরে রেখে চীনা জাহাজগুলোকে হরমুজ দিয়ে যেতে দেওয়ার ক্ষেত্রে ইরানের আগ্রহ নিছক পক্ষপাত নয়। এটি বিশ্বের উদ্দেশে একটি বার্তা। যদি নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি চান, তাহলে বেইজিংয়ের সঙ্গে চলুন, ওয়াশিংটন থেকে দূরে সরে যান।

রেনমিনবি ও জ্বালানি-নিরাপত্তা

পেট্রোডলারের পতন চীনের জন্য রেনমিনবিকে আন্তর্জাতিক করার উর্বর ক্ষেত্র তৈরি করছে। ১৮তম দিনে, যখন সরবরাহভীতিতে জ্বালানি বাজার অস্থির, চীন ইরান ও উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে নন-ডলার ব্যবস্থায় দীর্ঘমেয়াদি তেলচুক্তি পাকাপোক্ত করছে। এটি মার্কিন অর্থনীতির পেটে সরাসরি ঘুষি। ট্রাম্প সামরিক হামলার নির্দেশ দিতে পারেন, কিন্তু তিনি সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলোকে চীনা মুদ্রা ব্যবহার বন্ধ করতে বাধ্য করতে পারেন না, যখন ডলার আর জ্বালানি-নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারছে না। চীন একটি গুলিও না ছুড়ে নীরবে আমেরিকার আর্থিক শক্তি শুষে নিচ্ছে।

মধ্যস্থতাকারী ও নির্মাতা হিসেবে চীন

একই সময়ে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে চীনের অবস্থান নাটকীয়ভাবে শক্তিশালী হচ্ছে। বহু আরব রাষ্ট্রের চোখে আমেরিকা এখন যুদ্ধ ও অস্থিতিশীলতার শক্তি, আর চীন নির্ভরযোগ্য অর্থনৈতিক অংশীদার—সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান দেখিয়ে সমাধান দেওয়ার পক্ষ। ইরানে আমেরিকার জড়িয়ে পড়া এক বিশাল ক্ষমতাশূন্যতা তৈরি করেছে, আর চীন সেই শূন্যতা পূরণ করতে এক সেকেন্ডও নষ্ট করেনি।

প্রযুক্তিগত জাল বিস্তার

অবকাঠামো থেকে ৫জি নেটওয়ার্ক, বাইদৌ স্যাটেলাইট ন্যাভিগেশন ব্যবস্থা—সব মিলিয়ে বেইজিং মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে এক প্রযুক্তিগত জাল বিস্তার করছে, অঞ্চলটিকে বেল্ট অ্যান্ড রোড কাঠামোর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জুড়ে দিচ্ছে।

সমন্বিত রাশিয়া-চীন পদক্ষেপ

রাশিয়া ও চীন এক বিস্ময়কর সমন্বিত ভূমিকা পালন করছে। রাশিয়া জ্বালানি-প্রভাব ও কঠোর শক্তির মাধ্যমে চাপ তৈরি করছে। চীন দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক একীভবনের মাধ্যমে হৃদয় ও ব্যবস্থাকে জিতছে। একসঙ্গে তারা আমেরিকাকে দুই-মুখী কৌশলগত চাপে ফেলে দিচ্ছে।

আমেরিকাই অঞ্চলকে পূর্বমুখী করছে

ট্রাম্প এখন এক নির্মম বাস্তবতার সামনে। আমেরিকা যত বেশি ইরানকে আক্রমণ করছে, ততই মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলোকে চীনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এটি এক সর্বাত্মক কৌশলগত ব্যর্থতা, যার মূল্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মার্কিন নেতাদেরও দিতে হতে পারে।

উদীয়মান নতুন বিশ্ব

ফল কী? একটি বহুমেরু বিশ্ব ইতোমধ্যেই গঠিত হতে শুরু করেছে, যেখানে চীন এক নতুন কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারীর ভূমিকায় উঠে আসছে। বেইজিংকে শক্তি প্রয়োগ করে আমেরিকাকে উৎখাত করতে হবে না। তাকে শুধু দেখতে হবে—কীভাবে ওয়াশিংটন নিজেই অন্তহীন যুদ্ধে নিজেকে ক্ষয় করছে। যখন উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলো চীনকে তাদের প্রধান অর্থনৈতিক, এমনকি নিরাপত্তা-অংশীদার হিসেবেও দেখতে শুরু করবে, তখন আমেরিকার উপস্থিতি অতীতের এক ফিকে ছায়া ছাড়া আর কিছু থাকবে না। চীন জেতে তিন-টন ওয়ারহেড দিয়ে নয়; বরং শতাব্দীব্যাপী দূরদৃষ্টি এবং প্রতিপক্ষের ভুলকে কাজে লাগানোর অতুলনীয় ক্ষমতা দিয়ে।

চূড়ান্ত সংশ্লেষ

আমরা এখন ১৮টি দমবন্ধ করা দিন অতিক্রম করেছি। আয়রন ডোমের মিথ ভেঙে পড়া থেকে ইরানের তিন-টন ওয়ারহেডের বিধ্বংসী শক্তি, ট্রাম্পের পরিকল্পনার পতন থেকে রাশিয়া-চীন অক্ষের উত্থান—সবকিছু মিলিয়ে একটিই স্পষ্ট চিত্র ফুটে ওঠে: একমেরু যুগের অবসান। এই যুদ্ধের আগুনে গড়ে উঠছে এক নতুন বিশ্বব্যবস্থা—এক পৃথিবী, যেখানে পেট্রোডলার আর রাজা নয়; যেখানে রাশিয়া ও চীন স্থিতিশীলতার চাবি হাতে রাখে; যেখানে ইরানের মতো দেশগুলো নিজ নিজ পরিণতি নিজেরাই লিখছে দৃঢ়তা ও ত্যাগের মাধ্যমে। অহংকারীদের মূল্য দিতে হবে, আর যারা যথেষ্ট শান্ত থেকে সুযোগকে ধরতে পারবে, ভবিষ্যৎ তারাই গড়বে।

দর্শকের উদ্দেশে সমাপনী আহ্বান

এই ভূরাজনৈতিক ভূমিকম্প সম্পর্কে আপনার কী মত? ইরানের এমন আঘাতের পর ইসরায়েল কি ঘুরে দাঁড়াতে পারবে? নাকি এটি মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে আমেরিকান প্রভাবের শৃঙ্খল-পতনের প্রথম দৃশ্য? নিচে মন্তব্য করে আপনার মতামত জানাতে ভুলবেন না। আমরা এই প্রজ্বলিত সংঘাত নিয়ে আপনাদের সামনে আরও তীক্ষ্ণ, আরও কঠোর বিশ্লেষণ তুলে ধরব। ট্রাম্প লাইভ আপডেটের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ, এবং সাবস্ক্রাইব ও নোটিফিকেশন চালু রাখতে ভুলবেন না, যাতে সামনে আসা কোনো বড় সংঘাত বা মোড় আপনি মিস না করেন।

Trump Faces Pressure as Iran Unveils Its Heavy-Weapons Arsenal

Ref.: https://www.youtube.com/watch?v=Ow-২R২৫v৭Vc

Chapter ১: Introduction and overview of the escalating Middle East crisis

A Region at Breaking Point

Hello everyone. The Middle East has officially crossed the threshold of endurance. What you are seeing on your screen is not a Hollywood movie, but the collapse of a legend, a self-satisfied empire writhing in a sea of fire. Forget the so-called invincibility of the Iron Dome. Forget the polished warnings from the White House as well. In recent days, the world has held its breath, watching a scenario no one expected.

The Shock of Iran’s Escalation

Israel, the steel fortress of the West, is sinking into an inferno. For the first time in history, Iran's monsters carrying three-ton warheads have emerged from underground bunkers, tearing through the night and delivering thunderous blows straight into the vital nerve center of Tel Aviv. Donald Trump once declared that he would end the war in ৩ days. But brutal reality is now slapping Washington in the face. Trump's blitzkrieg plan has gone up in smoke.

A Crisis Bigger Than Israel

The United States is not only bogged down, it is standing on the edge of losing the very thing that matters most, supreme power. Meanwhile, in the east, Russia and China are quietly sharpening their blades, waiting for the right moment to topple the throne of a decaying unipolar order once and for all.

The Questions Driving the Narrative

Does Israel still have enough ammunition to hold out in the coming days now that the Iron Dome has officially been exhausted? What strategic meaning lies behind Iran's massive weapons carrying three-ton warheads beyond sheer destruction? And most importantly, why is the collapse of the petro dollar in this war a golden opportunity for Russia and China to finally overtake the United States on the global geopolitical chessboard? All of these suffocating knots will be unraveled right here, right now.

Channel Introduction and Transition

Lucas greets our audience watching Trump live update. Before we dive into the detailed analysis, please like and subscribe to the channel so you do not miss any important video on global economic movements.

The Iron Dome Legend Collapses

Part one, the Iron Dome legend collapses. When the hunter officially runs out of ammo, we are now on day ১৮ of a war so unprecedented that every Western military textbook may need to be torn up and rewritten from scratch. These past ১৮ days have not been ordinary artillery exchanges. This has been a sophisticated war of attrition meticulously orchestrated by Tehran to drain Tel Aviv dry.

Israel’s Defensive Exhaustion

Look at Israel's sky right now. You no longer see the proud flashes of Tamir interceptor missiles. Instead, what you hear are deafening explosions erupting directly on the ground inside military bases and the most critical logistical centers. The harsh truth is now plain for the whole world to see. The legend of the Iron Dome, the shield advertised as invincible and the

ultimate pride of Israel, has officially been shattered into dust for one naked and humiliating reason. It has run out of ammunition.

The Costly Miscalculation

Look at the numbers if you want to understand the madness of this battlefield. Over the past two weeks, Iran has pursued a strategy of using the cheap to bleed the expensive, of using quantity to crush quality. Thousands of inexpensive suicide drones and older cruise missiles from previous decades have been launched continuously, forming endless waves of firepower. Israel, acting like a wealthy power intoxicated by technology, has frantically fired Tamir interceptors worth hundreds of thousands of dollars each, merely to shoot down improvised enemy drones costing only a few thousand. That was both an economic and military miscalculation so absurd that they are now paying for it with national destiny itself.

When the Reserves Hit Bottom

And the result, by day ১৮, Israel's strategic reserves had hit bottom. Iron Dome batteries were reduced to lifeless metal shells, useless machines lying exposed under the sun because there were no more missiles left to load into the launchers. This is exactly the moment Iran had been waiting for, a moment calculated down to the second when the enemy had spent its final breath intercepting decoys.

The Reveal of the Heavy Arsenal

While the electronic brains of Israel and the United States were exhausted and overloaded by processing tens of thousands of false signals, the Lion ৩৪ finally revealed its hand and unleashed its most devastating punishment. When Israel's skies were no longer capable of resistance, when the steel shield had been torn full of holes, Tehran did something that made even the Pentagon tremble. It brought the real monsters out of the underground bunkers.

What a Three-Ton Warhead Means

These were no longer buzzing drones like flies and mosquitoes, but long-range ballistic missiles carrying colossal warheads weighing up to three tons. Just imagine it. A three-ton warhead is not designed to destroy a house or even a high-rise building. It is designed to erase an entire military complex.

Chapter ২: The Iron Dome under pressure and Israel’s growing defense challenges

Designed for Deep Destruction

It is designed to collapse fortified bunkers buried dozens of meters underground. This was a master stroke, a direct humiliation aimed at Western military thinking itself. Iran was willing to sacrifice expendable pawns and obsolete systems during the first ১৭ days simply to lure Israel into burning through its precious and limited ammunition.

The Knockout Blow

And today, now that the gates of hell have officially opened for Israel, those three-ton warheads are flying in unhindered, facing virtually no resistance at all. It is like a heavyweight boxer tricked into throwing every punch into empty air until he is completely exhausted. And then, with his arms too tired to lift, he can do nothing but watch the knockout blow crash straight into his most vulnerable point.

Beyond Technical Failure

The collapse of the Iron Dome on day ١٥ is not merely a technical failure. It is the complete bankruptcy of the entire American-style defense mindset. They were too arrogant about high technology, too trusting in the power of money, and they forgot one fundamental truth of war. Endurance and strategy determine the victor.

The Psychological Break

Israel is drowning in flames, not because it lacks modern weapons, but because it fell too deeply into the exhaustion trap Iran laid with terrifying precision. When the first three-ton warheads hit the ground, they did not merely destroy physical targets. They shattered the last remaining faith of the Israeli people in their so-called divine steel shield. Never before has Tel Aviv looked so fragile, so thin-skinned, so breakable.

Emergency Response and Strategic Limits

Trump is now frantically ordering military transport planes to rush emergency supplies from bases around the world. But remember this, manufacturing an advanced interceptor missile packed with thousands of delicate components is not something that can be done overnight. Meanwhile, Iran's missile arsenal appears to remain intact, with its most powerful trump cards still hidden, weapons whose true specifications the West has never even seen.

Cities Under Fire

Israel's exhaustion has spread from the battlefield into the heart of its cities. Major urban centers have now become target practice for long-range firepower. The air raid sirens are no longer silent because peace has returned, but because the early warning radar systems have either been crippled or because there is simply nothing left that can stop what is coming.

Washington’s Strategic Trap

This places Washington in a trap with no escape. Either it stands by and watches its closest ally be flattened, or it directly commits troops to the war, tearing apart Trump's promise of a dignified withdrawal before the American electorate. The nature of this game has changed completely. Iran is no longer in passive defense. It is controlling the rhythm of the battlefield at will.

Collapse of Air Power

Wave after wave of missiles carrying three-ton warheads is falling like the scythes of death, turning Israeli air bases into sprawling graveyards of twisted metal. Runways are shredded. F-٣٥ fighters worth fortunes are reduced to scrap inside their hangars before they even have a chance to take off. This is a chain collapse, the greatest military catastrophe since the founding of the state of Israel.

Attrition as Strategy

From the position of the one directing the game, Iran is proving that it is the true master of modern battlefield tactics. It did not need to use its most expensive weapons from the very beginning. It used the enemy's arrogance itself as the weapon that would destroy the enemy. The tactic of draining firepower through layered attrition has elevated Iran to an entirely new level of political and military standing.

The Hourglass Running Out

Now, every time an Iranian missile leaves its launcher, the world holds its breath because everyone knows there may no longer be anything on the

ground capable of stopping that destructive force. At the close of day ١٨, the world is realizing in shock that the hourglass for Israel and for America's presence in the Middle East is running out. What we are witnessing is only the beginning of a greater purge. The Iron Dome has cracked. Israel's sword is chipped. And Lion ٠٨ has only just begun its real hunt.

The Monsters Emerge

Part two. The monsters are out, three-ton warheads and Tel Aviv's living nightmare. If the first ١٩ days were merely Tehran's carefully calculated overture to drain the enemy's lifeblood, then day ١٨ is the moment Lion ٠٨ turned its trump card face up and left the entire world stunned. When Israel's sky no longer carried the white trails of Tamir interceptors, when the Iron Dome became nothing more than hollow carcasses lying motionless, that was the moment the true monsters emerged from underground.

Absolute Firepower

We are talking about strategic missiles carrying warheads weighing up to three tons, enough to make even the strongest defense systems tremble. These are not ordinary warheads meant to destroy a single target. These are eraser machines designed to reshape the geopolitical map through absolute firepower.

Tel Aviv’s Living Nightmare

The sight of gigantic steel masses weighing dozens of tons, tearing through the upper atmosphere and plunging down like deadly meteors has become the most real and terrifying nightmare the Israeli people have ever faced. Try to imagine the destructive force of a three-ton warhead. It does not simply create an explosion. It creates a geological shock wave at the point of impact.

Deep-Penetration Destruction

Every Iranian missile that lands carves out a death crater dozens of meters deep, flattening everything within a radius of kilometers. Military complexes once advertised as untouchable underground shelters designed to withstand even nuclear bombardment are now cracking and convulsing under the crushing force of Tehran's thousand-pound punches.

Message of Dominance

This strike carries an unmistakable message from Iran delivered from a position of total upper-hand dominance. You have run out of ammunition. Fine. Now it is my turn to decide the fate of this war.

Urban Devastation and Tactical Precision

Tel Aviv and Israel's critical defense industrial centers are drowning in flames. Thick black columns of smoke rise thousands of meters into the sky, blocking out the sunlight and turning some of the most advanced cities in the Middle East into battlefields of devastation and ruin. There are no more warning sirens, no more dazzling interceptions in the sky. There is only the shriek of death and earth-splitting explosions announcing the collapse of a self-righteous empire.

Cluster and Thermobaric Warfare

And the most terrifying part is not merely the blast power itself, but the tactical use of cluster and deep-penetration warheads. Iran appears to have planned this with extreme precision. The first missiles carry penetrator warheads to smash through reinforced concrete shielding. The next wave carries thermobaric warheads to incinerate everything alive inside the

underground bunkers. This is no longer ordinary warfare. This is a technological purge.

The Destruction of Premium Assets

Israel's F-৩৫ fleets worth hundreds of millions of dollars, and once the pride of Western air power, are now lying dead inside collapsed hangars transformed into grotesquely expensive scrap before ever getting airborne for a counterattack.

Panic and Paralysis

This brutality has pushed Israel's military command into a state of utter panic. They are realizing that every defense scenario built over decades together with the United States has collapsed before a new reality: raw firepower combined with long-game attrition. Iran's three-ton warheads move forward like the scythes of death, encountering almost no resistance at all.

Western Humiliation

This is an immeasurable humiliation for Western military science. Israel is paying in blood and fire for its arrogance, for trusting too deeply in Washington's shadow, forgetting that even a worm will writhe if trampled long enough. Once Tehran decided to go all in, the price would be the survival of an entire nation. Even the ghosts of old strategists would be smiling grimly at this moment.

Silence from the Bases

Look at the chilling silence from the American bases in the region. They are watching their ally be crushed and do not dare launch any direct intervention. Why? Because they know that if they escalate further—

Chapter ৩: Iran’s heavy missile strategy and the impact on Tel Aviv

Threat Beyond Israel

—those firestorms carrying three-ton warheads could pivot toward US aircraft carriers and bases in Qatar or the UAE. Iran has effectively established a no-fly zone with its own firepower. It has shown the world that when it possesses these giant-headed monsters, it no longer needs to fear any coalition.

A Warning to Washington

Every explosion inside Israel right now is a warning shot sent directly to the White House. The era in which America could dominate the Middle East at will is over. In the roaring sea of fire over Tel Aviv, one can see clearly the helplessness of a political and military system that has grown old.

The Collapse of Invincibility

But those three-ton warheads are not only destroying military bases. They are also destroying the aura of invincibility Israel spent decades building. Now every inch of Israeli territory is a target. Every bunker can become a mass grave. Iran is carrying out what can only be called a calculated stroll through the battlefield. It is not rushing. It is calmly choosing its targets and pressing the button, leaving the enemy to struggle in utter despair.

A Lesson in Warfare

This is one of the most valuable lessons in modern history. When you depend too heavily on the shield and forget how to sharpen the sword, when you waste all your ammunition on cheap decoys, death will come from the biggest and most primitive forces of all. Iran's three-ton warheads are

the symbol of a new military power rising, one that refuses to submit and is willing to bring out its heavy arsenal to redefine the game on its own terms.

No Road Back

We must face a cruel truth. Israel has no road backward left. The sea of fire is spreading, and with every passing second, the power of these monstrous three-ton warheads is carving deeper into the Western mind, a growing terror of a resurgent Iran. This war will not end with peace agreements on paper. It will end when one side is completely crushed under the boots of the stronger, more cunning force with the more terrifying firepower.

Trump's Plan Collapses

Part three, Trump's plan collapses, the dance of quagmire and a bitter end for a superpower. If the first two parts showed us an Israel convulsing in a sea of fire and an Iron Dome defense system reduced to scrap, then this part strips bare the humiliating failure of the mind behind Washington. Most of all, it exposes the total collapse of Donald Trump's strategy of a quick victory using overwhelming force to impose order.

From Quick Victory to Strategic Swamp

That plan has now been thrown into the garbage bin of history. What is unfolding in the Middle East is no longer a military excursion. It has become a vast swamp, a black hole, draining the energy and prestige of the United States, turning the title of great negotiator claimed by the occupant of the White House into a joke on the geopolitical chessboards of the world.

The Misread on Iran

You need to understand the essence of Trump's plan. He wanted to combine overwhelming air power with suffocating sanctions to force Iran to kneel within a week. America believed that with carrier strike groups and stealth F-৩৫ squadrons, it could decapitate Tehran's leadership and force the country to sign an unconditional surrender. But the reality of day ১৮ has delivered a fiery slap to that swollen confidence. Iran not only refused to kneel, it calmly deployed a strategy of prolonged resistance combined with thunderous counterstrikes, turning every Pentagon calculation into worthless debris.

Entrapment and Endless Cost

The United States is now staring into the nightmare scenario it has always feared, entrapment. Trump wanted to bring troops home to fulfill his America First promise and end distant wars. But now he is chained to a conflict in which every day costs the United States billions of dollars, thousands of tons of military equipment, and a bottomless pit called Israel. Sending troops in is easy. Pulling them out with dignity is the unsolvable equation.

Tehran's Strategic Bind

Every time Washington tries to reduce its exposure, Iran hammers Israel again with another three-ton warhead, forcing America to remain and keep its dying ally breathing. This is the impossible strategic bind Tehran laid with remarkable brilliance.

Underestimating Depth and Terrain

Trump's failure also lies in the fact that America underestimated Iran's will and depth of defense. Washington thought bombing would be enough, but it forgot that Iran is a power with an autonomous defense industry and rugged mountainous terrain where many of America's technological air power advantages are neutralized.

Fear Spreads Across the Region

When Iran's monstrous three-ton warheads began to speak, they did not only devastate Tel Aviv, they also tore apart the rosy operational reports American generals had been placing on Trump's desk. The belief that the United States could control the rhythm of the war has evaporated. Even American troops stationed at bases in Qatar and Bahrain are now living in sleepless fear that IRGC cruise missiles could arrive at any moment.

Fractures Inside the Alliance

Look deeper into the fractures inside the Western alliance. As America sinks deeper into the swamp, European allies are starting to pull away, afraid of being dragged into the same spiral of destruction. Trump is increasingly alone on the very chessboard he built.

Limits of Force

Washington's threats of total annihilation now sound hollow because in reality the United States does not dare send ground troops into Iranian territory. A war without land forces is a war that cannot be concluded, and that prolonged entanglement is a slow death for an economic superpower. Trump is trapped between pressure from pro-Israel elites demanding that he save Israel and an angry American electorate furious over empty promises of cheap peace.

Logistics as Weakness

Worse still, this quagmire has exposed a fatal weakness in the US military, its ability to sustain logistics in a prolonged high-intensity war. As Israel's ammunition stockpiles dry up, America is being forced to strip reserves from Europe and Asia to compensate. That means the United States is weakening itself on other fronts such as Eastern Europe and the Pacific.

A War That Bleeds the Dollar

Iran has been smart enough to turn this war into a machine that consumes American weapons at dizzying speed. The harder Trump tries to win quickly, the slower Iran fights, dragging the war out in order to squeeze every last drop of blood from the US dollar.

A Shaken Presidency

Never before has the position of an American president been shaken so violently by a Middle Eastern rival. Every tool from nuclear deterrence rhetoric to cyber warfare has been used by the United States. Yet Iran remains standing like a fortress.

The End of the Old Assumption

The collapse of Trump's plan proves one thing with brutal clarity. The era when America could impose its will on the world by brute force is over. The Middle East is no longer Washington's private playground. It has become the burial ground of an old order's reckless ambitions.

Collapse of Belief

And the cost of this entrapment is staggering. It is not just money, not just weapons. It is the collapse of belief itself. The world is watching America fail to protect its closest ally from Iran's three-ton warheads and drawing its own conclusions. If a superpower cannot defend its most important partner against a sanctioned country's firepower, how can it claim to defend the global order?

A War of Endurance

This is the beginning of the chain collapse that we will analyze more deeply in the next section through the petro dollar. Trump is desperately searching

for a dignified exit, but Tehran has no intention of offering him one. It wants America to pay for every past act of aggression. This war is becoming a contest of endurance. And right now, with gigantic warheads and a defense posture hard as stone, Iran looks like the side smiling amid the ruins of Trump's plan.

Washington in the Trap

At the end of part three, we see a bleak picture for Washington. America has fallen into the trap. Israel is gasping for air, and Trump is facing the greatest military failure of his political life. The Middle Eastern quagmire has already opened its mouth, waiting to swallow the final remains of a self-satisfied empire.

Hormuz and the Petro Dollar

Part four. The Hormuz lifeline is choked, a death sentence for the petro dollar. If Iran's three-ton warheads are the direct blow to Israel's body, then the move to block the Strait of Hormuz is the fatal stab aimed at the soul of the American empire, the petro dollar. On day ১৮, the world is not only shocked by the sea of fire over Tel Aviv, but is also trembling before a harsher truth. The throat of global energy now sits in the palm of Tehran's hand. This is no longer—

Chapter ৪: Trump’s plan unravels as the conflict turns into a deeper quagmire

From Threat to Execution

—an empty threat in negotiations. It is a death sentence being carried out against the monetary privilege Washington has enjoyed for half a century.

Selective Closure of Hormuz

Look at the brilliance of this move. Iran does not even need to sink every ship passing through the strait. Tehran only needs to declare that Hormuz is open to all except Israel, the United States, and their allies. A simple message, but one whose destructive force is more terrifying than nuclear firepower itself. With that single move, Iran has polarized the world right at the entrance to the sea.

Freedom of Navigation Reversed

Ships flying the flags of China, Russia, or neutral states still pass through under the watch of the IRGC Navy, while Western oil tankers are left stranded outside, paralyzed by fear of coastal anti-ship missiles. This selective denial is a blazing slap in the face of the so-called freedom of navigation that the United States has preached for decades.

Why the Petro Dollar Is Vulnerable

Why call this a death sentence for the petro dollar? Because the power of the US dollar rests on one pillar. Nearly every drop of oil traded worldwide has historically been priced and settled in dollars. But when Iran locks Hormuz against America while demanding that partners wishing to pass pay in other currencies such as the yuan or in arrangements tied to Russia, that pillar begins to collapse.

Inflation and Energy Shock

Oil prices have already been dancing wildly, surging past $১০০ and racing toward $১৫০ per barrel amid panic on New York trading floors. America can print more money, but it cannot print more oil. And it certainly cannot use stacks of green paper to force Iran to reopen Hormuz now that Trump's

military credibility has been broken. This move by Tehran pushes Washington toward an economic nightmare, inflation on a massive scale.

Gulf States Recalculate

When the global energy artery is constricted, transportation and production costs explode and the dollar suddenly looks cheap in the eyes of Middle Eastern states. The Gulf oil monarchies that have long sheltered under America's umbrella are now watching Israel being battered and Hormuz slipping under Iran's control. Quietly, they are beginning to shift capital out of the American banking system. They are realizing that the security umbrella Washington promised was just a torn net incapable of stopping Iran's three-ton warheads.

Quiet Financial Displacement

The collapse of the petro dollar will not come with one giant explosion. It is unfolding in deadly silence across commodity trading floors where the US dollar is being pushed aside to make room for a new multipolar financial order.

Geopolitics as Weapon

And Iran's brilliance here is that it is not using only military power for the blockade. It is using the rules of geopolitics themselves to isolate America. By allowing other nations' cargo ships to pass, it makes it far harder for Washington to rally an international coalition against Iran. Countries in Asia and Europe still need oil to survive. They would rather settle in other currencies than drown alongside Trump's ambitions.

America’s Bitter Paradox

America now faces a bitter paradox. The more it tries to escort oil tankers by force, the more it heightens tensions and drives prices even higher, effectively strangling its own economy.

Kharg Island and the Gulf Trap

Look at what is happening around Kharg Island, the heart of Iran's oil infrastructure. Washington claims it has destroyed everything there. But what is the reality? Iranian oil still flows quietly through secret pipelines and ghost tankers under the protection of strategic partners. Meanwhile, Saudi and Emirati fields belonging to America's supposed allies are facing severe constraints because export routes are no longer secure. Iran has turned the entire Gulf into a trap, and it alone holds the key. America and Israel are the ones left outside, shouting helplessly into the void.

Financial Earthquake

The collapse of the petro dollar system will trigger a financial earthquake unlike anything the United States has prepared for. When a currency is no longer anchored by energy, it returns to its naked value, paper. Trump is now staring at a double nightmare, humiliating failure on the battlefield and the crumbling of a financial empire at home.

The Grave of Unipolar Order

This is the price of arrogance, of believing sanctions could break a nation with thousands of years of civilizational depth and a strategic vision it considers ahead of its time. At the end of day ১৮, the Strait of Hormuz is no longer just a shipping choke point. It has become the grave of the unipolar order. Every ship not aligned with America that sails through freely is another nail driven into the coffin of the petro dollar.

Winning by Cutting the Lifeblood

Iran is playing from a dominant position, one in which it does not even need to win outright on the battlefield. It wins by cutting off the opponent's lifeblood. A new order is taking shape, one in which Tehran's voice carries more weight than any United Nations resolution or any command from the White House.

Russia and China as Beneficiaries

Part five, Russia and China, the fishermen profiting from the ruins of unipolar order. While America is flailing inside the Middle Eastern swamp and Israel is convulsing beneath waves of three-ton warheads, two giants on another side of the geopolitical chessboard are quietly smiling. Russia and China. This is exactly when the true instincts of major powers reveal themselves. Without firing a shot, without flaunting their own firepower, Moscow and Beijing are already collecting enormous gains, both economic and geopolitical, from the fatal mistakes of the US-Israel axis.

Russia's Strategic Opportunity

First, look at Russia. President Putin is almost certainly living through the sweetest phase since the conflict in Ukraine began. Why? Because the deeper America sinks in Iran, the lighter the pressure on the Ukrainian front becomes. Washington's attention, financial resources, and above all, its stockpiles of weapons are being drained into the flames of the Middle East. When the United States must prioritize every interceptor missile to try to rescue a fading Israel, Ukraine suddenly risks becoming the forgotten child.

Oil, Revenue, and Leverage

Russia is seizing this moment to strengthen its posture and increase pressure on multiple fronts. But Russia's greatest gain may lie in its wallet. When Iran tightens the Strait of Hormuz, oil prices surge wildly past $১০০ a barrel, and Russia is a direct beneficiary. Energy revenue floods back into Moscow at extraordinary speed, blunting sanctions the West spent years constructing. Some US allies in Asia may even end up swallowing their pride and quietly knocking on Moscow's door for oil because they can no longer afford soaring energy prices. Russia is not merely getting richer. It is re-emerging as an energy savior, holding the key to the survival of economies desperate for fuel.

China's Long Game

Then comes China, which is executing perhaps the most elegant sit on the mountain and watch the tigers fight strategy in modern history. While America burns money on bombs and war, Beijing is quietly locking in energy contracts and expanding influence with renminbi.

Hormuz as a Gift to Beijing

Iran's move around Hormuz is, in many ways, an invaluable gift to China. Tehran signals that the strait is closed only to America, Israel, and their allies. That means Chinese oil tankers can continue to pass under the tacit protection of the IRGC. This preferential treatment is not accidental. It reflects the emergence of a quiet triangle of alignment among Russia, China, and Iran, all aimed at weakening the dollar-based order.

The Rise of the Petro Yuan

Beijing is using this crisis to accelerate the rise of the petro yuan. As the petro dollar bleeds, China presents itself as a reliable trade partner willing to settle oil in renminbi or even gold-linked arrangements. Arab states, after watching the US military fail to stop Iranian missiles, are beginning to

reconsider their assumptions. They now realize that staking their entire future on a weakening United States may be suicidal.

China as Replacement Patron

China does not need to fire a single bullet. It is gradually replacing America as the new patron, a more durable economic and security partner for the broader Middle East.

Proxy War Interpretation

The strategic coordination among Russia, China, and Iran is becoming harder to ignore. Tehran's officials openly speak of cooperation from Moscow and Beijing. What does that imply? It suggests that the three-ton warheads exploding over Tel Aviv may, in the rhetoric of this narrative, be backed by Russian radar know-how or Chinese guidance technologies. This is proxy war at its highest level, Russia and China using Iran as the spearhead to puncture the bubble of American power.

Fractures in the Western Camp

Look deeper into the meaning of this shift. America is becoming isolated even within its own alliance structure. Energy-dependent countries in Europe are beginning to look at Russia and China with different eyes. They cannot endlessly follow a Washington that is sinking deeper and dragging the global economy down with it. That growing fracture is perhaps the greatest geopolitical gift Russia and China could receive.

The Multipolar Order Emerging

The unipolar world order is dying in the smoke and fire of the Middle East, and a new multipolar order is being born, one in which Moscow and Beijing help determine the flows of global finance and energy. While the United States and Israel remain trapped in short-term military calculations, Russia and China are playing a long game aimed at erasing Washington's dominant position. They stand in the true upper-hand position, shaping events from a distance and waiting for the moment the opponent is fully exhausted before striking decisively.

A Struggle Over the Future

This war is no longer just a war between nations. It is a struggle over the shape of human destiny in the ২১st century. And at this moment, the powers most alert to opportunity, Russia and China, are the ones ahead on the scoreboard. Part six, a death sentence for the unipolar empire, the old order crushed beneath three-ton warheads. We are standing at a historical turning point in which every—

Chapter ৫: Petrodollar pressure, Hormuz tensions, and how Russia and China may benefit

Death Knell of the Old Order

—explosion from an Iranian three-ton warhead in Israel destroys not only tangible military targets but also sounds the death knell for the entire unipolar power structure America built after the Cold War. This is where we can dissect the clinical death of an aging international system, one in which Washington's rules are losing value before the combined force of practical battlefield power and strategic patience from the resistance axis.

The Superpower in Lower-Hand Position

This is the moment when we see most clearly the tragic lower-hand position of a superpower desperately clinging to old glory while confronting a brutal new reality. What is the truth? The truth is that the entire structure

of international institutions, from the United Nations to military alliances like NATO, is standing by in almost ridiculous helplessness.

The Limits of American Authority

When Israel came under attack, America tried to mobilize every diplomatic mechanism to isolate Iran, and the result was effectively nothing. Why? Because the world has seen through Washington's hypocrisy and weakness. If a superpower cannot shield its own favored ally from aging missile systems and asymmetric retaliation, how can it command obedience from the rest of the world?

Battlefield Reality Replaces Paper Order

The collapse of the unipolar order is not happening on paper. It is happening on the battlefield on day ۱۵ where the prestige of the US military is being broken by Iran's endurance and raw firepower. Look at the movement of swing states. Countries that have long remained between camps are beginning to tilt openly toward Russia, China, and Iran. They understand that following America right now may be like stepping onto a sinking ship.

From Petro Dollar to Security Credibility

The collapse of the petro dollar is only the beginning. The more terrifying collapse is the collapse of security credibility. If America will not or cannot unleash the decisive blow needed to save Israel from the sea of fire, then what reassurance do its Asian or European allies have that they will not also be abandoned in a moment of crisis? This is the domino effect of trust, a kind of virus gnawing away at Washington's power structure from within.

Tehran's Message of Independence

Tehran's decision to unleash giant three-ton warheads is framed here as a declaration of military independence. It shows that a nation besieged and sanctioned can still build weapons capable of changing the global balance. That sends a message to many other countries that want to break free from American pressure.

Fear as the Foundation of Empire

The unipolar order rests on fear and coercive firepower. But when that fear is shattered by the thunder of explosions over Tel Aviv, then the order resting on that fear begins to disintegrate as well. The world is entering an era in which power no longer concentrates in one pole at the White House, but is redistributed according to real battlefield capability and technological self-sufficiency.

Sanctions Losing Sharpness

The death of the old order is also visible in the impotence of economic sanctions. Trump used every instrument of maximum pressure. Yet Iran remains standing, still capable of producing giant warheads and sustaining a wide network of partners. That shows America's economic weapons have lost much of their sharpness.

Alternative Systems Emerging

As Russia and China open alternative payment routes and oil begins to move outside the reach of Western-controlled systems, America increasingly resembles a blind giant groping in the dark. Its entanglement in the Middle East becomes the golden opportunity for emerging powers to write a new rule book, one no longer defined by unilateral coercion.

Reversal of Position

In the fires of day ١٨, we see a classic reversal of position. Israel and the United States, once the hunters, now become the prey, backed into a corner. Iran, once dismissed as an outsider, rises as the actor setting the rhythm in one of the most strategically important regions on Earth. This is not luck. It is the result of a long strategic vision of patience, endurance, and the ability to strike when the opposing system is at its weakest.

A Multipolar World Written in Fire

A new world order is being written in the blood of Israel's military losses and in the helplessness of the Trump administration, a multipolar world in which the voices of Tehran, Moscow, and Beijing weigh as heavily as, or perhaps more heavily than, Washington's. These three-ton warheads are not only destroying military installations, they are destroying the illusion of an eternal American empire.

After the Smoke Clears

And when the smoke clears, the world will wake up in a new reality, one in which no state can claim the right to judge or attack another without paying a corresponding price.

China as Final Winner

Part seven. China rises, the final winner on the geopolitical chessboard. While America keeps burning its money and prestige on air strikes that achieve little, while Israel struggles to patch the deadly holes in its shattered shield, the dragon in the east is making quiet moves whose impact may be no less devastating than Iran's three-ton warheads.

Beijing’s Strategic Method

This is perhaps the most important section because it reveals who may ultimately emerge as the true master of the game once the smoke clears. Beijing does not need to flex its muscles. It only needs to make the right moves at the right time to surpass Washington and turn the United States into an outdated giant being left behind.

Diplomacy Versus Intimidation

Look at how China is capturing the heart of the Middle East in the middle of a firestorm. When America sends aircraft carriers to intimidate, China sends diplomats and billion-dollar economic agreements to Tehran, Riyadh, and Abu Dhabi. Beijing's strategy is intensely practical. It does not choose sides for battle. It chooses sides for building an entirely new ecosystem detached from American influence.

Safety, Prosperity, and Beijing

Iran's willingness to let Chinese ships pass through Hormuz while shutting out America is not just favoritism. It is a message to the world. If you want safety and prosperity, move with Beijing and step away from Washington.

Renminbi and Energy Security

The collapse of the petro dollar creates fertile ground for China to internationalize the renminbi. On day ١٨, as energy markets spiral from supply fears, China is locking in long-term oil agreements with Iran and Gulf states in non-dollar arrangements. That is a direct blow to the stomach of the American economy. Trump may command military strikes, but he cannot order sovereign nations to stop using China's currency when the dollar can no longer guarantee energy security. China is quietly draining America's financial power without firing a single shot.

China as Mediator and Builder

At the same time, China's stature as a mediator is rising dramatically. In the eyes of many Arab states, America appears to be the force of war and instability, while China appears to be the reliable economic partner, the actor offering solutions framed around respect for sovereignty. America's entanglement in Iran has opened a vast power vacuum, and China has not wasted a second in moving to fill it.

The Technological Web

From infrastructure to ৫G networks to the BeiDou satellite navigation system, Beijing is weaving a technological web across the Middle East, turning the region into an inseparable part of the Belt and Road framework.

Russia and China in Coordination

Russia and China are performing a remarkably coordinated act. Russia applies pressure through energy leverage and hard power. China wins hearts and systems through economics and long-term integration. Together, they are placing America in a two-front strategic bind.

America Drives the Region Eastward

Trump now faces a brutal reality. The more America attacks Iran, the more it drives Middle Eastern states into China's arms. This is a comprehensive strategic failure, one whose price future generations of American leaders may still be paying.

The Shape of the Emerging Order

And what is the result? A multipolar world has already begun to form, with China emerging as a new central coordinator. Beijing does not need to overthrow America by force. It simply has to watch Washington erode itself in endless wars. When Gulf states begin to see China as their primary economic and even security partner, America's presence becomes little more than a fading shadow of the past. China wins not with three-ton warheads, but with century-scale vision and an unmatched ability to capitalize on the mistakes of its rivals.

Final Synthesis

We have now passed through ১৮ suffocating days. From the fall of the Iron Dome myth to the destructive power of Iran's three-ton warheads, from the collapse of Trump's plan to the rise of the Russia-China axis, all of these developments converge into one unmistakable picture: the end of the unipolar era. A new world order is being shaped in the flames of this war, a world in which the petro dollar is no longer king, a world in which Russia and China hold the keys to stability, a world in which countries like Iran are writing their own fate with resolve and sacrifice. The arrogant will pay the price, and those who stay calm enough to seize the moment will shape the future.

Closing Call to Audience

What do you think about this geopolitical earthquake? Can Israel recover after a blow of this magnitude from Iran? Or is this the opening act of a chain collapse in all American influence across the Middle East? Do not forget to leave your opinion in the comments below. We will continue bringing you the sharpest, most hard-hitting updates on this blazing conflict. Thank you for staying with Trump Live Update, and do not forget to subscribe and turn on notifications so you do not miss any major battle ahead.